কানযুল ইরফান

ফী

তারজামাতিল কুরআন



মাআ হাশিয়াতি ইফহামিল কুরআন

লেখক: শায়খুল হাদীস ওয়াত তাফসীর আবু সালেহ
মুফতী মুহাম্মদ কাসিম কাদেরী আত্তারী (مدّ ظلّه العالی)

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى
بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ
بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ؕ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى
ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ
الْقُدُسِ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ
الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا
جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا
فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ؕ وَ
لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا ۫ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ
يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ﴿٢٥٣﴾ ع

২৫৩. এরা হলো রাসূল,[১] আমি এদের মধ্যে একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। এদের মধ্যে কারো সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং কেউ এমনও আছে যাকে আল্লাহ সবার উর্ধ্বে মর্যাদায় উন্নীত করেছেন।[২] আমি ঈসা ইবনে মারইয়ামকে স্পষ্ট নিদর্শন দান করেছি এবং পবিত্র রূহ দ্বারা তাকে সাহায্য করেছি, আর যদি আল্লাহ ইচ্ছে করতেন, তবে তাদের পরবর্তীরা পরস্পর লড়াই করতো না, অথচ তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন এসেছিলো। কিন্তু তারা পরস্পর মতবিরোধ করলো ফলে তাদের কেউ মুমিন রইলো আর কেউ কাফের হলো, আর আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে তারা লড়াই করতো না। কিন্তু আল্লাহ যা চান তা-ই করেন।[৩]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِمَّا
رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا

২৫৪. হে ঈমানদারগণ, আমার দেওয়া রিযিক হতে ওই দিন আসার পূর্বেই আল্লাহর পথে ব্যয় করো, যাতে না হবে কোনো বেচাকেনা, না হবে কাফেরদের জন্য কোনো

টীকা:

১ আরবী শব্দ اَلرُّسُل হলো رَسُول শব্দের বহুবচন।

২ মূলত নবুওয়াতের ক্ষেত্রে সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام সমান, তবে মর্যাদার ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। একজন আরেকজন থেকে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী আর আমাদের নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সবচেয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারী ।

৩ আল্লাহ যা চান তাই করেন, তার রাজত্বে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ কিছু করতে পারে না। আর এটাই হলো খোদার শান। আমাদের হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, আমরা যেন আল্লাহর হুকুমের জন্য মস্তক অবনত করি আর যা তিনি হুকুম করেছেন সে অনুযায়ী আমল করি।

بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

বন্ধুত্ব আর না হবে কোনো সুপারিশ।[১] আর কাফেররাই হলো জালেম।[২]

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾

২৫৫. তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই।[৩] তিনি নিজগুণে জীবিত, অন্যদের প্রতিষ্ঠিত রাখেন। না তাঁর তন্দ্রা আসে, না নিদ্রা। যা কিছু আসমানে রয়েছে আর যা কিছু জমিনে, সবই তাঁর। এমন কে আছে, যে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ব্যতীত সুপারিশ করবে? তিনি জানেন, যা কিছু তাদের সামনে রয়েছে আর যা কিছু তাদের পেছনে। মানুষ তাঁর জ্ঞান হতে ততটুকুই অর্জন করতে পারে, যতটুকু তিনি চান। তার কুরসী আসমান ও জমিনকে পরিবেষ্টন করে আছে। আর এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করতে পারে না। তিনিই সর্বোচ্চ মর্যাদাবান ও মহান।

টীকা:

১ কিয়ামতের দিন সেই সম্পদ কাজে আসবে যা দুনিয়ায় নেক কাজে ব্যয় করা হয়েছে। আর অনুরূপভাবে নেক বন্ধুরাই কাজে আসবে আর শাফায়াতও হবে আল্লাহ পাকের অনুমতিক্রমে, তাও শুধু মুসলমানদের জন্য।

২ জুলুম অর্থ কোনো কিছু ভুল জায়গায় ব্যবহার করা। কাফেরদের ঈমানের জায়গায় কুফর, আনুগত্যের জায়গায় গুনাহ আর কৃতজ্ঞতার জায়গায় অকৃতজ্ঞতা হলো তাদের করা জুলুম। যেহেতু এখানে জুলুমের সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্তরই উদ্দেশ্য, এজন্য বলা হয়েছে যে, কাফেররাই জালেম।

৩ এটি আয়াতুল কুরসী নামে বিখ্যাত। এতে আল্লাহর পাক সম্পর্কে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। এ নিয়ে যতো বেশি চিন্তা ভাবনা করবেন আল্লাহ পাকের মহত্ব ও তার বিষয়ে আকিদা ততো বেশি স্পষ্ট হবে।

لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۚ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٥٦﴾

২৫৬. দ্বীনে কোনো জবরদস্তি নেই।[১] নিশ্চয়ই হেদায়েতের পথ পথভ্রষ্টতার পথ থেকে পৃথক হয়ে গেছে। সুতরাং যে শয়তানকে অস্বীকার করে আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে সে দৃঢ়তর সাহায্য আঁকড়ে ধরে, যা কখনো ছিন্ন হবার নয়।[২] আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۭ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ۭ اُولٰۗىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥٧﴾

২৫৭. আল্লাহ মুসলমানদের অভিভাবক, তাদেরকে অন্ধকার থেকে নূরের দিকে বের করে আনেন।[৩] আর যারা কাফের তাদের সাহায্যকারী হলো শয়তান। সে তাদেরকে নূর থেকে অন্ধকারের দিকে বের করে আনে। এসব লোকই জাহান্নামী। এরা চিরকাল সেখানে থাকবে।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْ حَاۗجَّ اِبْرٰهٖمَ فِيْ

২৫৮. হে হাবীব! তুমি কি তাকে দেখোনি যে ইবরাহীমের সাথে তার রবের ব্যাপারে

ع ٣٤ ٢

টীকা:

১ মনে রাখবেন, কোনো কাফেরকে জোর করে মুসলমান বানানো জায়েয নেই কিন্তু ইসলাম থেকে বের হওয়ার ক্ষেত্রে মুসলমানদের উপর জবরদস্তি করা হবে। কেননা ইসলাম গ্রহণ করার পর কুফরী অবলম্বন করা ইসলামের অবমাননা আর অন্যদের জন্য বিদ্রোহের পথ খুলে দেওয়ার সমতুল্য যা বন্ধ করা আবশ্যক।

২ প্রত্যেক সীমালঙ্ঘনকারী আর পথভ্রষ্টকে তাগুত বলা হয়। শয়তান, গণক,জাদুকর, মূর্তি ইত্যাদির জন্য তাগুত শব্দ ব্যবহার করা হয়। এখানে আয়াতে তাগুত থেকে বাঁচার জন্য বলা হয়েছে কেননা ইসলামে অটল তারাই থাকতে পারবে যারা ধর্মহীনদের সংস্পর্শ, ভালোবাসা, তাদের কিতাব দেখা, বক্তব্য শোনা থেকে দূরে থাকবে। অন্যদিকে, যে নিজের ঈমানের রশির উপর নিজেই ছুরি চালায় তার রশি ছিন্ন হওয়া থেকে বাঁচানো মুশকিল।

৩ আরবী শব্দ ظُلُمَات দ্বারা কুফর আর نُور দ্বারা ঈমানকে বোঝানো হয়েছে। আর যেহেতু কুফরের শতাধিক প্রকার রয়েছে আর ইসলাম একটিমাত্র দ্বীন এজন্য نُور শব্দটি একবচন আর ظُلُمَات শব্দটি বহুবচনরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

وقف لازم

رَبِّهٖۤ اَنْ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ ۘ اِذْ قَالَ
اِبْرٰهٖمُ رَبِّيَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۙ
قَالَ اَنَا اُحْيٖ وَاُمِيْتُ ؕ قَالَ اِبْرٰهٖمُ
فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِيْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ
فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِيْ
كَفَرَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظّٰلِمِيْنَ ۝٢٥٨ ۚ

এই ভিত্তিতে ঝগড়া করেছিলো যে, আল্লাহ তাকে রাজত্ব দান করেছেন? যখন ইবরাহীম বললো, আমার রব তিনিই, যিনি জীবন দান করেন আর মৃত্যু দেন। সে বললো, আমিও জীবন দান করি আর মৃত্যু দেই। ইবরাহীম বললো, তাহলে আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন, তুমি তা পশ্চিম দিক থেকে উদিত করো। ফলে সেই কাফের হতভম্ব হয়ে গেলো।[১] আর আল্লাহ জালেমদের সঠিক পথ দেখান না।

اَوْ كَالَّذِيْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّهِيَ خَاوِيَةٌ
عَلٰى عُرُوْشِهَا ۚ قَالَ اَنّٰى يُحْيٖ هٰذِهِ
اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ
عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ ؕ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ؕ
قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؕ
قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى

২৫৯. অথবা (তুমি কি) ওই ব্যক্তিকে (দেখোনি), যে একটি বসতির পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছিলো আর ওই বসতির উপর তার ছাদগুলো ধসে পড়ে ছিলো?[২] তখন ওই ব্যক্তি বললো, আল্লাহ এদের মৃত্যুর পর এদেরকে কীভাবে জীবিত করবেন? অতঃপর আল্লাহ তাকে মৃত অবস্থায় রাখলেন একশ বছর। তারপর তাকে জীবিত করলেন। এরপর (ওই ব্যক্তিকে) বললেন, তুমি এখানে কত বছর অবস্থান করেছো? সে বললো, সম্ভবত একদিন বা একদিনের চেয়ে কিছু কম সময় অবস্থান করেছি। আল্লাহ বললেন, (না,) বরং তুমি এখানে একশ

টীকা:

১ এই আয়াত দ্বারা আকাঈদ বিষয়ে বিতর্ক করার প্রমাণ পাওয়া যায় আর তা হলো আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام 'র সুন্নাত। সুতরাং বিতর্ক করা খারাপ নয়। তবে এতে অহংকার, হট্টকারিতা আর সত্য গ্রহণ না করার বিষয় যুক্ত হলে তখন নিন্দনীয় আর ওলামায়ে কেরাম এগুলোর নিন্দা করেছেন।

২ অধিকাংশ মুফাসসিরগণের মতে এই আয়াতে বর্ণনাকৃত ঘটনা দ্বারা হযরত উযায়ের عَلَيْهِ السَّلَام 'র ঘটনা এবং বসতি দ্বারা বায়তুল মুকাদ্দাসকে বোঝানো হয়েছে।

طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۚ وَانْظُرْ
إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ
وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ
نَكْسُوهَا لَحْمًا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ
أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥٩﴾

বছর অবস্থান করেছো। আর তোমার খাদ্য ও পানীয়ের দিকে তাকাও এখনও দুর্গন্ধযুক্ত হয়নি অথচ তোমার গাধার দিকে তাকাও (যার হাঁড়গুলো আর অক্ষত নেই)। আর এ (সব) এ জন্য (করা হয়েছে) যাতে আমি তোমাকে মানুষের জন্য নিদর্শন স্বরূপ রাখতে পারি। আর ওই হাঁড়গুলোকে দেখো কীভাবে আমি ওই হাঁড়গুলো উত্তোলন করি (জীবিত করি) অতঃপর তাতে মাংস দিয়ে আবৃত করি। সুতরাং যখন এই ঘটনা তার কাছে সুস্পষ্ট হলো তখন সে বলে উঠলো, আমি খুব ভালো করেই জানি যে, আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ
تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن ۖ
قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ۖ
قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ
فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ
جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ
سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦٠﴾ ع

২৬০. আর যখন ইবরাহীম বললো, হে আমার রব! আমাকে দেখাও যে, তুমি কীভাবে মৃতকে জীবিত করবে? আল্লাহ বললেন, তোমার কি বিশ্বাস নেই? ইবরাহীম বললো, কেন বিশ্বাস থাকবে না, কিন্তু (আমি চাই যে,) আমার অন্তরে প্রশান্তি আসুক।[১] আল্লাহ বললেন, পাখিগুলো হতে যেকোনো চারটি পাখি নাও। অতঃপর পোষ মানাও। এরপর সেগুলোর একেকটি টুকরো প্রতিটি পাহাড়ের উপর রেখে দাও। তারপর সেগুলোকে ডাকো। সেগুলো তোমার নিকট দৌড়ে আসবে। আর জেনে রাখো! আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[২]

ع ٣٥

টীকা:

১ এই আয়াতে মৃতকে জীবিত করা সম্পর্কিত আল্লাহ পাকের মহান কুদরতের প্রমাণবাহী ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে। এই ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য তাফসীরে সিরাতুল জিনান, ১ম খণ্ড, ৩৯৩ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন।

২ এতে বোঝা গেলো আল্লাহ পাকের দরবারে নবী ও রাসূলগণের عَلَيْهِمُ السَّلَام মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে, তাই আল্লাহ পাক তাদের ইচ্ছা পূরণ করেন, তাদের দোয়া কবুল করেন আর তাদের দোয়াতে এমনকি মৃতকেও জীবিত করেন।

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦١﴾

২৬১. ওই সব লোক, যারা তাদের সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে[১] তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে, ওই শস্য বীজের মতো, যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে, প্রতিটি শীষে রয়েছে একশটি শস্য দানা। আর আল্লাহ যার জন্য চান, এর চেয়েও অধিক বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, জ্ঞানবান।[২]

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٢٦٢﴾

২৬২. ওই সব লোক যারা নিজ সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, অতঃপর ব্যয় করে না খোঁটা দেয় আর না কষ্ট দেয়।[৩] তাদের পুরস্কার তাদের রবের নিকট রয়েছে এবং তাদের না কোনো ভয় থাকবে আর না তারা চিন্তিত হবে।

قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ؕ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ﴿٢٦٣﴾

২৬৩. ভালো কথা বলা এবং ক্ষমা প্রদর্শন করা ওই সদকা অপেক্ষা উত্তম, যার পরে কষ্ট দেওয়া হয়। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, সহনশীল।

টীকা:

১ এই আয়াতে ওয়াজিব বা নফলের বাধ্যবাধকতা ব্যতীত ব্যয় করার কথা বলা হয়েছে এবং প্রতিটি নেক কাজে ব্যয় করার কথা বলা হয়েছে। যেমন- কোনো আলেম বা ছাত্রকে (যে ইলমে দ্বীন অর্জন করে) সাহায্য করা, গরিবকে খাওয়ানো, কাপড়, ওষুধ, ত্রাণ ইত্যাদি কিনে দেওয়া।

২ স্মরণ রাখবেন, নেক আমল একই ধরনের হয় কিন্তু ইখলাস, ভালো নিয়ত, সম্পর্ক ইত্যাদিতে পার্থক্য থাকার কারণে অনেক সময় সাওয়াবে পার্থক্য হয়ে থাকে।

৩ সদকা দেওয়ার পর খোঁটা দেওয়া এবং সদকা গ্রহণকারীকে কষ্ট দেওয়া নাজায়েয় ও নিষেধ। খোঁটা দেওয়ার অর্থ হলো দান করার পর অন্যের সামনে প্রকাশ করা - 'আমি তোমার জন্য এই এই কাজ করেছি' আর এভাবে তার মনে দাগ দেওয়া। কষ্ট দেওয়া অর্থ হলো তাকে লজ্জা দেওয়া- 'তুমি অভাবী, গরিব,অসহায়, বেকার ছিলে। আমি তোমার খবর নিয়েছি' এভাবে তার উপর চাপ সৃষ্টি করা।

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا
صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ۙ كَالَّذِيْ
يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ فَمَثَلُهٗ
كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ
وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ
عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَاللّٰهُ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٦٤﴾

২৬৪. হে ঈমানদারগণ, খোঁটা এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দানকে বিনষ্ট করো না[১] সেই ব্যক্তির মতো, যে নিজের সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে আর আল্লাহ ও কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। অতএব সেই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ পাথরের মতো, যার উপর মাটি রয়েছে। অতঃপর এর উপর প্রবল বৃষ্টি বর্ষিত হলো, যা ওই পাথরকে পরিচ্ছন্ন পাথরে পরিণত করলো। এমন লোকেরা তাদের উপার্জিত আমল হতে কোনো কিছুর উপর ক্ষমতা রাখবে না।[২] আর আল্লাহ কাফেরদের পথ প্রদর্শন করেন না।

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ
ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ
اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا
وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ

২৬৫. যারা নিজেদের সম্পদ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এবং নিজেদের অন্তরকে সুদৃঢ় রাখার জন্য ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ ওই বাগানের মতো, যা কোনো উঁচু ভূমিতে রয়েছে। যার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত হলো। অতঃপর সেই বাগানে ফসল দ্বিগুণ হলো। আর যদি এমন প্রবল বৃষ্টিপাত না-ও হয়,

টীকা:

১ যদি ভিক্ষুককে কিছু দেওয়া না হয় তাহলে তার সাথে যেন ভলোভাবে কথা বলা হয় যাতে তার খারাপ না লাগে। যদি ভিক্ষুক বারবার চায়, তর্ক করে তাহলে তাকে যেন ক্ষমা করে দেওয়া হয়। ভিক্ষুককে কিছু না দিলে তার সাথে ভালোভাবে কথা বলা, তার খারাপ আচরণ ক্ষমা করা ওই সদকা থেকে উত্তম যার পরে তাকে লজ্জা বা খোঁটা দেওয়া হয় বা অন্য কোনোভাবে তাকে কষ্ট দেওয়া হয়।

২ প্রকাশ্য ও গোপন দু'ভাবেই সদকা করার অনুমতি আছে, কিন্তু নিজের অন্তরের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিৎ। আফসোস আমাদের এখানে লোক দেখানো কাজ, খোঁটা দেওয়া আর কষ্ট দেওয়া তিনটি খারাপ আমলই অধিকহারে দেখা যায়। টাকা খরচ করে নিজের ব্যানার লাগানো, ছবি বা খবর ছাপানো সাধারণ ব্যাপার। অনুরূপভাবে আত্মীয় স্বজনদের কাউকে সাহায্য করলে সারা জীবন তার উপর চাপ সৃষ্টি করা হয় আর যখন ইচ্ছা তাকে সবার সামনে লজ্জা দেওয়া হয়। এটি খুবই মন্দ কাজ।

يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٦٥﴾

তবে হালকা বর্ষণই যথেষ্ট। আর আল্লাহ তোমাদের কর্মসমূহ দেখছেন।[১]

اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ لَهٗ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۙ وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهٗ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ ۖ فَاَصَابَهَآ اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢٦٦﴾

২৬৬. তোমাদের মধ্যে কেউ কি এটা পছন্দ করবে যে, তার একটি খেজুর ও আঙুরের বাগান থাকবে, যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হবে, এতে সর্বপ্রকার ফল থাকবে এমতাবস্থায় সে বার্ধক্যে উপনীত হবে। আর তার দুর্বল সন্তান-সন্ততিও থাকবে। অতঃপর তাতে এমন এক ঘূর্ণিবায়ু আসবে, যাতে থাকবে আগুন, ফলে বাগানটি পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে? আল্লাহ তোমাদেরকে এভাবেই তাঁর নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা চিন্তা করো।[২]

ع ٣٢

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّاۤ اَخْرَجْنَا لَكُمْ

২৬৭. হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের পবিত্র উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করো,

টীকা:

১ এই আয়াতে ওই সমস্ত লোকের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যারা বিশেষ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন আর নিজের মনকে ঈমানের উপর অবিচল রাখার জন্য একনিষ্ঠভাবে আমল করে, যেভাবে উঁচু জায়গার ভালো মাটির বাগানে খুব ভালো ফসল হয় -বৃষ্টি বেশি বা কম হোক- ঠিক তেমনিভাবে একনিষ্ঠ মুমিনের সদকা কম হোক বা অধিক, আল্লাহ পাক তা বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ পাকের দরবারে মনের অবস্থা দেখা হয়, সম্পদের পরিমাণ নয়।

২ الله اكبر! কীরূপ অন্তর কাঁপানো উদাহরণ! হায়! যদি আমরা বুঝতে পারতাম আর আমাদের সমস্ত আমল,নামায, যিকির, দরুদ, তেলাওয়াত, নাত মাহফিল, হজ, ওমরা ,যাকাত, সদকা ইত্যাদিকে লৌকিকতার ধ্বংসলীলা থেকে বাঁচাতে পারতাম আর আমাদের আমলের হিসাব করা আরম্ভ করতে পারতাম।

مِّنَ الْاَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۭ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

এবং ব্যয় করার সময় বিশেষত নিকৃষ্ট বস্তু (দেওয়ার) ইচ্ছে পোষণ করো না। কেননা (যদি তা তোমাদেরকে দেওয়া হয়, তবে) তোমরা তা চোখ বন্ধ করা ব্যতীত গ্রহণ করবে না।[১] জেনে রাখো! আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاۗءِ ۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۭ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦٨﴾

২৬৮. শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়।[২] অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের ওয়াদা করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, জ্ঞানবান।

يُّؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاۗءُ ۚ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا ۭ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾

২৬৯. আল্লাহ যাকে ইচ্ছে হিকমত দান করেন আর যাকে হিকমত দান করা হয়, নিশ্চয়ই সে অসংখ্য কল্যাণ অর্জন করে। আর বিবেকবানরাই উপদেশ গ্রহণ করে।

وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ

২৭০. তোমরা যা ব্যয় করো কিংবা কোনো মান্নত কর, আল্লাহ নিশ্চয়ই সেসব কিছু

টীকা:

১ অনেকে নিজের জন্য খুব ভালো বস্তু ব্যবহার করে কিন্তু আল্লাহর রাস্তায় দেওয়ার বেলায় অনুপুযুক্ত এবং খারাপ বস্তু দান করে, তাদের জন্য এই আয়াতে শিক্ষা রয়েছে। যদি কোনো বস্তু মূলে ভালো কিন্তু মানুষ তা পছন্দ করে না- তা দান করার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা তখন হয় যখন বস্তুটি ভালো না হওয়ার কারণে তা মানুষ অপছন্দ করে।

২ শয়তান বিভিন্ন ভাবে কুমন্ত্রণা দেয়- 'যদি তুমি ব্যয় করো, সদকা দাও, নিজে ফকীর ও অসহায় হয়ে যাবে'। সুতরাং শয়তানের অনেক বড় ধোঁকা হলো যে, আল্লাহ পাকের রাস্তায় ব্যয় করার সময় সে এ ধরনের ভয় দেখায়। অথচ যে সমস্ত লোকের অন্তরে শয়তান কুমন্ত্রণা দেয় তারাই বিয়ে ইত্যাদিতে জায়েয-নাজায়েয রীতির জন্য আর জীবনযাপনে বিনাবিচারে খরচ করে ।

مِّنْ نَّذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿٢٧٠﴾

জানেন। আর জালেমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٢٧١﴾

২৭১. যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান করো, তবে তা কতই না উত্তম বিষয়! যদি গোপনে অভাবগ্রস্তদের দান করো, তবে তা তোমাদের জন্য সর্বাধিক উত্তম।[১] আল্লাহ তোমাদের থেকে তোমাদের কিছু গুনাহ দূর করে দেবেন। আর আল্লাহ তোমাদের কর্মসমূহের ব্যাপারে খবর রাখেন।

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٢﴾

২৭২. মানুষকে হেদায়েত দান করা তোমার উপর আবশ্যক নয়।[২] তবে হ্যাঁ, আল্লাহ যাকে ইচ্ছে হেদায়েত দান করেন। আর তোমরা যে উত্তম বস্তু ব্যয় করো, তা তোমাদের জন্যই মঙ্গলজনক এবং তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই ব্যয় করো এবং তোমরা যে সম্পদ ব্যয় করবে, তা তোমাদেরকে পুরোপুরি দেওয়া হবে আর তোমাদের প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না।

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ

২৭৩. ওই সকল গরিব লোকদের জন্য, যারা আল্লাহর পথে অবরুদ্ধ আছে, তারা জমিনে

টীকা:

১ অধিকাংশ আমলের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো যে, তা গোপনে ও প্রকাশ্যে উভয়ভাবে করা জায়েয। কিন্তু লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে দেওয়া হারাম আর অন্যকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য করলে সাওয়াবের কাজ। আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখগণ অনেক আমল প্রকাশ্যে করেন যাতে তার মুরিদ ও ভক্তবৃন্দ অনুপ্রেরণা লাভ করে।

২ হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শনকারী ও দাওয়াত প্রদানকারীরূপে পাঠানো হয়েছে। দাওয়াত দেওয়ার মাধ্যমে তার কর্তব্য আদায় হয়ে যায়। এর চেয়ে অধিক চেষ্টা করা তার উপর আবশ্যক নয়।

اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ ۫ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۚ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ۚ لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٢٧٣﴾

চলাফেরা করতে পারে না। না চাওয়ার কারণে অনবহিত লোকেরা তাদের ধনী মনে করে।[১] তুমি তাদেরকে তাদের আলামত দিয়ে চিনতে পারবে।[২] তারা মানুষের কাছে কাকুতি-মিনতি করে ভিক্ষা চায় না। তোমরা যা দান করো আল্লাহ তা জানেন।

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٢٧٤﴾

২৭৪. ওই সব লোক, যারা নিজেদের সম্পদ দান করে, রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে, তাদের জন্য তাদের প্রতিদান তাদের রবের নিকট রয়েছে। তাদের না কোনো ভয় থাকবে আর না তারা চিন্তিত হবে।

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ

২৭৫. যেসব লোক সুদ খায়, তারা কিয়ামতের দিন দন্ডায়মান হবে যেভাবে দন্ডায়মান হয় ওই ব্যক্তি, যাকে শয়তান স্পর্শ করে উন্মাদ বানিয়ে দিয়েছে। এ শাস্তি এ জন্য যে,

টীকা:

১ এই আয়াত আহলে সুফফার শানে নাযিল হয়। তাদের সংখ্যা চার শয়ের কাছাকাছি ছিলো। তারা হিজরত করে মদীনায় আসেন। সেখানে তাদের ঘর, পরিবার-পরিজন কিছুই ছিলো না, তারা বিয়েও করেননি। তাদের প্রতিটি মুহূর্ত ইবাদতে অতিবাহিত হতো। রাতে কুরআন শেখা, দিনে জিহাদে নিয়োজিত থাকা- তাদের দৈনন্দিন অভ্যাস ছিলো।

২ তাদেরই কাতারে দাঁড়িয়ে আছেন আলেম-ওলামা, দ্বীনের শিক্ষার্থী, মুবাল্লিগ ও দ্বীনের খাদেমগণ, যারা দ্বীনী কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে আয়-উপার্জন করার সময় পায় না। তারা নিজের সম্মান-মর্যাদা আর লজ্জার কারণে মানুষের কাছে ভিক্ষা চায় না আর নিজের অসহায় অবস্থা গোপন রাখে যার কারণে মানুষ মনে করে তাদের জীবন ভালো ভাবেই অতিবাহিত হচ্ছে কিন্তু বাস্তবতা এর বিপরীত। ভালো করে দেখলে তাদের জীবন যে কষ্টে ভরপুর তা বহু আলামত দ্বারা বোধগম্য হবে।

وقف لازم

الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ
قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ
اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنْ
جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى
فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَ
مَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ
فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧٥﴾

যেহেতু তারা বলেছে ক্রয়-বিক্রয়ও সুদের মতো। অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন। কাজেই যার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ আসার পর সে বিরত থেকেছে তার জন্য হালাল, যা পূর্বে গত হয়েছে। আর তার এ ব্যাপার আল্লাহর কাছে ন্যস্ত। আর যারা আবার এমন করবে তারাই জাহান্নামী। তারা দীর্ঘকাল সেখানে অবস্থান করবে।[১]

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ ؕ
وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ﴿٢٧٦﴾

২৭৬. আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বৃদ্ধি করেন। আর আল্লাহ কোনো অকৃতজ্ঞ, মহাপাপীকে পছন্দ করেন না।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ
اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٢٧٧﴾

২৭৭. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে. সৎকর্ম করেছে, নামায কায়েম করেছে এবং যাকাত প্রদান করেছে, তাদের পুরস্কার তাদের রবের নিকট রয়েছে। আর তাদের না কোনো ভয় থাকবে আর না তারা চিন্তিত হবে ।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ

২৭৮. হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো, তবে আল্লাহকে ভয়

টীকা:

১ সুদকে হালাল মনে করে খাওয়া ব্যক্তি কাফের কেননা তা অকাট্য হারাম আর কোনো অকাট্য হারামকে হালাল মান্যকারী কাফের। এমন ব্যক্তি চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। আর যে সুদকে হারাম মনে করে খাবে সে বড় গুনাহগার আর দীর্ঘ সময় সে জাহান্নামে থাকবে।

ذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰٓوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾

করো এবং যে সুদ অবশিষ্ট রয়েছে, তা পরিহার করো ।

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾

২৭৯. অতঃপর যদি তোমরা পরিহার না করো, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকো। আর যদি তোমরা তাওবা করো, তাহলে তোমাদের জন্য নিজেদের মূলধন নেওয়া জায়েয।[১] তোমরা কারো ক্ষতি করো না। আর তোমাদেরও কেউ ক্ষতি করবে না।[২]

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ۭ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨٠﴾

২৮০. আর যদি ঋণগ্রহীতা অভাবগ্রস্ত হয় তাহলে স্বচ্ছলতা লাভ করা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দাও। আর যদি ক্ষমা করে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য খুবই উত্তম, যদি তোমরা উপলব্ধি করো।[৩]

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ۡ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ

২৮১.আর ওই দিনকে ভয় করো, যেদিন তোমরা আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর প্রত্যেকেই তার কর্মের ফল

টীকা:

১ এটি খুব কঠিন সতর্কবাণী। কার এমন দুঃসাহস আছে যে আল্লাহ ও তার রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাথে লড়াই করার কথা কল্পনা করতে পারে। সুতরাং যখন এই আয়াত নাযিল হলো তখন যে সাহাবীদের সুদের লেনদেন ছিলো তারা তাদের সুদের প্রাপ্য ছেড়ে দিলেন আর সুদের লেনদেন করা থেকে তাওবা করলেন। কিন্তু আজকের নামধারী মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের অবস্থা এমন যে, তারা তাওবা করার পরিবর্তে বরং আল্লাহর সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দিচ্ছে আর সুদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিভিন্ন বই, আর্টিকেল, প্রবন্ধ ও কলাম লিখছে।

২ এই আয়াত যদিও সুদ সম্পর্কিত তবুও সাধারণত শরীয়ত এবং বিবেকের দাবি হলো যে - জুলুম করাও যাবে না আর জুলুম সহ্যও করা যাবে না অর্থাৎ জুলুমকে শেষ করতে হবে। কেননা অনেক সময় জুলুম সহ্য করা জালেমকে আরো বেশি বেপরোয়া করে তোলে। তবে হ্যাঁ, যেখানে ক্ষমা করার সুযোগ রয়েছে, সেখানে তাই করা উচিৎ।

৩ বোঝা গেলো ঋণগ্রহীতা দরিদ্র, অসহায় হলে তাকে অবকাশ দেওয়া বা ঋণের কিছু বা পুরো অংশ ক্ষমা করা বড় সাওয়াবের কাজ।

وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٨١﴾ ع

পুরোপুরি পাবে আর তাদের প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ
بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ؕ
وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۠ وَلَا
يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ
فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ
الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ
مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ
الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ
اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ؕ
وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ
رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ

২৮২. হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের লেনদেন করো, তখন তা লিপিবদ্ধ করে রাখো এবং তোমাদের মধ্যে কোনো লেখকের ন্যায্যভাবে (চুক্তিপত্র) লিখে রাখা উচিৎ। লেখক যেন লিখতে অস্বীকার না করে, যেভাবে আল্লাহ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন। তার উচিৎ তা লিখে দেওয়া এবং যার উপর ঋণের পাওনা বর্তায় সে যেন তা লিখিয়ে নেয় এবং আল্লাহকে ভয় করে, যিনি তার রব আর ওই ঋণের পাওনা থেকে যেন কোনো কিছু না কমায়।[১] অতঃপর যার উপর ঋণের পাওনা বর্তায়, সে যদি নির্বোধ কিংবা দুর্বল হয় অথবা লেখাতে না পারে, তবে তার অভিভাবক ন্যায় সঙ্গত ভাবে লেখাবে।[২] তোমরা তোমাদের পুরুষদের মধ্যে থেকে দু'জন সাক্ষী রাখো। যদি দু'জন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা ওই সাক্ষীদের মধ্য থেকে (মনোনীত করো,) যাদের তোমরা পছন্দ করো। যাতে তাদের মধ্যে থেকে একজন মহিলা (যদি) ভুলে

টীকা:

১ যখন বাকিতে লেনদেন হবে- হোক তা ঋণ বা বেচাকেনা, বা টাকা অগ্রীম দিয়ে পণ্য পরে নেওয়া কিংবা পণ্য বাকিতে নিয়ে টাকা পরে উশুল করা, অনুরূপ দোকান বা ঘর ভাড়ায় নেওয়ার সময় অগ্রীম টাকা বা ভাড়া দেওয়া - এ ধরনের সকল লেনদেনে লিখে চুক্তি করা উচিৎ। এ হুকুম ওয়াজিব না কিন্তু এর উপর আমল করলে বহু বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। আমাদের যুগে এর উপর আমল করা অধিক প্রয়োজন।

২ যদি কেউ নিজে লিখতে না পারে যেমন- কোনো শিশু , অতিবৃদ্ধ বা অন্ধ ইত্যাদি তাহলে সে যেন অন্যের মাধ্যমে লিখিয়ে নেয়। আর যাকে লিখতে বলা হয় সে যেন লিখতে অস্বীকৃতি না জানায় কেননা লেখা হচ্ছে মানুষকে সাহায্য করা। আর লেখকের এতে কোনো ক্ষতি নেই তাই অযথা কেন সাওয়াব ছাড়বে?

مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا
فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ؕ وَلَا
يَاْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا ؕ وَلَا
تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ
كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ
عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى
اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً
حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ؕ وَ
اَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۪ وَلَا يُضَآرَّ
كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ؕ وَاِنْ تَفْعَلُوْا
فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَ
يُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٨٢﴾

যায়, তবে অন্যজন তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।[১] আর যখন সাক্ষীদের ডাকা হবে, তারা (যেন) আসতে অস্বীকার না করে। আর ঋণ ছোট হোক বা বড়, তোমরা তার নির্ধারিত মেয়াদ লিখতে অলসতা করো না। তা হচ্ছে আল্লাহর কাছে অধিক ইনসাফের বিষয় আর তা সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে হবে অধিক উপযুক্ত এবং তা এর চেয়েও অধিকতর নিকটবর্তী যেন তোমরা (পরবর্তীতে) সন্দেহে পতিত না হও (প্রতিটি চুক্তি লিখে রাখো)।[২] কিন্তু তা যদি নগদ কোনো ব্যবসা হয়, যা তোমরা পরস্পর লেনদেন করো তবে তা না লিখলে তোমাদের কোনো দোষ নেই। আর যখন তোমরা ক্রয়-বিক্রয় করো তখন সাক্ষী রাখো এবং কোনো লেখককে যেন ক্ষতিগ্রস্ত না করা হয় আর না কোনো সাক্ষীকে (অথবা না লেখক ক্ষতি করবে আর না সাক্ষী)। আর যদি তোমরা এরূপ করো, তবে তা হচ্ছে তোমাদের অবাধ্যতা। এবং আল্লাহকে ভয় করো, তিনি তোমাদের শিক্ষা দেন।[৩] আর আল্লাহ সব কিছু জানেন।

টীকা:

১ লেনদেনের চুক্তি লেখার পর এর জন্য সাক্ষী রাখা উচিৎ যাতে প্রয়োজনের সময় কাজে আসে। সাক্ষী দুজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা হওয়া উচিৎ।

২ ঋণের বিষয় লিখতে অলসতা করা উচিৎ নয়, ঋণ কম হোক বা বেশি- তার পরিমাণ, ধরণ, মেয়াদ লিখে রাখা উচিৎ। এতে একটি উপকার হলো তা আল্লাহ পাকের নিকট অধিক ইনসাফের বিষয় যার মাধ্যমে বান্দার অধিকার সুরক্ষিত হয় আরেকটি উপকার হলো এতে সাক্ষ্য ঠিক থাকে আর বিষয়টা সহজ হয়। তৃতীয় উপকার হলো এতে লেনদেন পরিষ্কার থাকে আর পরস্পরের অন্তরে ক্ষোভ সৃষ্টি হয় না।

৩ আরবী ব্যাকরণরীতি অনুযায়ী (يُضَآرَّ) শব্দটি মারুফ (কর্তৃবাচ্য) আর মাজহুল (ভাববাচ্য) উভয়ই অর্থ নেয়া যাবে। মাজহুল হলে অর্থ হবে লেখক আর সাক্ষীদেরকে যেন কষ্ট দেওয়া না হয়, আর মারুফ হলে অর্থ হবে লেখক আর সাক্ষী যেন লেনদেনকারীদেরকে কষ্ট না দেয়।

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ؕ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ؕ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ؕ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗۤ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٢٨٣﴾ ع

২৮৩. আর যদি তোমরা সফরে থাকো এবং কোনো লেখক না পাও, তবে (ঋণদাতার) কাছে বন্ধকী বস্তু থাকবে। আর যদি তোমাদের পরস্পরের প্রতি আস্থা থাকে, তাহলে সে (ঋণগ্রহীতা) যাকে আমানতদার মনে করে, সে (যেন) তার আমানত আদায় করে আর যেন আল্লাহকে ভয় করে, যিনি তার রব। আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না এবং যে ব্যক্তি সাক্ষ্য গোপন করবে, তার অন্তর পাপে কলুষিত হবে। আল্লাহ তোমাদের কর্মসমূহকে ভালো করেই জানেন।[১]

ع ٢٩ ٧

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْۤ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ؕ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٨٤﴾

২৮৪. যা কিছু আসমানসমূহে রয়েছে আর যা কিছু জমিনে সবই আল্লাহর। আর যা কিছু তোমাদের অন্তরে রয়েছে যদি তোমরা তা প্রকাশ করো কিংবা গোপন করো, আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন।[২] অতঃপর যাকে ইচ্ছে তিনি ক্ষমা করবেন আর যাকে ইচ্ছে শাস্তি দেবেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।

টীকা:

১ (২৮২ ও ২৮৩ নং) আয়াতে লক্ষ্য করুন আর বোঝার চেষ্টা করুন আল্লাহ পাক আমাদের বিশেষ করে পার্থিব, আর্থিক ইত্যাদি বিষয়ে কত স্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন। এতে বোঝা গেলো আমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ। এতে আকাঈদ, ইবাদতের সাথে সাথে লেনদেন সম্পর্কিত বিষয়ও বর্ণনা করা হয়েছে। বান্দার হক আরো গুরুত্বপূর্ণ যা খুব স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং শরীয়তের আহকামে অনেক হিকমত রয়েছে আর এতে আমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে।

২ মানুষের অন্তরে বিভিন্ন ধরণের চিন্তা আসে। যেমন কুমন্ত্রণা, সংকল্প ও ইচ্ছা। কুমন্ত্রণা থেকে মনকে মুক্ত রাখা মানুষের শক্তির বাইরে। এজন্য পাকড়াও করা হবে না। আর অন্য চিন্তাটি হলো যা মানুষ নিজেই অন্তরে জায়গা দেয় আর তা বাস্তবায়ন করার ইচ্ছা রাখে- এগুলোর ব্যাপারে পাকড়াও করা হবে। এই ধরণের চিন্তা ভাবনার ব্যাপারে আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, তোমরা নিজেদের অন্তরের বিষয়কে গোপন রাখো বা প্রকাশ করো, আল্লাহ তোমাদের হিসাব নেবেন।

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ
رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ
مَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۣ لَا نُفَرِّقُ
بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۣ وَقَالُوْا
سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۫ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ
اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨٥﴾

২৮৫. রাসূল ঈমান এনেছে, যা তার রবের পক্ষ থেকে তার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আর মুসলমানরাও। তারা সবাই আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাকুল, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি এ কথা বলে ঈমান এনেছে যে, আমরা ঈমান আনার ক্ষেত্রে তাঁর রাসূলগণের মাঝে কোনো পার্থক্য করি না। তারা বললো, হে আমাদের রব! আমরা শুনেছি এবং মেনেছি। (আমাদের দান করো) তোমার ক্ষমা আর তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا
مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا
لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ
رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا
حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَ
لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ
عَنَّا ۟ وَاغْفِرْ لَنَا ۟ وَارْحَمْنَا ۟ اَنْتَ
مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٨٦﴾ ع

২৮৬. আল্লাহ কোনো প্রাণের উপর তার সাধ্য অনুযায়ীই ভার অর্পণ করেন। কোনো প্রাণ যা কিছু ভালো উপার্জন করেছে, তা তার জন্যই আর কোনো প্রাণ যা কিছু মন্দ উপার্জন করেছে, ওই মন্দের পরিণতি তার জন্যেই।[১] হে আমাদের রব! যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদের পাকড়াও করো না। হে আমাদের রব! আর আমাদের উপর ভারী বোঝা অর্পণ করো না, যেভাবে আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছিলে। হে আমাদের রব! আর আমাদের উপর ওই ভার অর্পণ করো না, যা (বহন) করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন করো, আমাদের ক্ষমা করো এবং আমাদের উপর দয়া করো। তুমি আমাদের মালিক, সুতরাং কাফের

ع ٣٤

টীকা:

১ এই আয়াত পরকালের সাওয়াব ও শাস্তি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু এ ধরণের বিষয় পৃথিবীতেও পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক মানুষ তার পরিশ্রমের ফল ভোগ করে। পরিশ্রমীকে তার পরিশ্রমের প্রতিফল দেওয়া হয় এবং অলস, কাজে অবহেলাকারীকে তার অলসতার পরিণাম ভোগ করতে হয়।

সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো।	
সূরা: আলে ইমরান, মাদানী **আয়াত: ২০০ রুকু: ২০**	٣ سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرٰنَ مَدَنِيَّةٌ ٨٩ اٰياتها ٢٠٠ ركوعاتها ٢٠
আল্লাহর নামে শুরু যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
১.আলিফ লাম মীম।	الٓمّٓ ﴿١﴾
২. আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সব কিছুর ধারক।[১]	اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ﴿٢﴾
৩.তিনি তোমার প্রতি এই সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যা পূর্ববর্তী কিতাব সমূহকে সত্যায়ন করে। আর তিনি এর পূর্বে তাওরাত ও ইঞ্জিল অবতীর্ণ করেছেন।[২]	نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِيْلَ ﴿٣﴾
৪. যা মানুষকে হেদায়েত দেয়। (আল্লাহ) হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী অবতীর্ণ করেছেন। নিঃসন্দেহে ওই সব লোক যারা	مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ

টীকা:

১ আরবী শব্দ حَيّ'র অর্থ এমন চিরঞ্জীব যার কখনো মৃত্যু হবে না আর قَيُّوم হচ্ছে এমন এক সত্তা যিনি অন্য কারো সাহায্য ও পরনির্ভরতা ব্যতীত স্বয়ং নিজেই প্রতিষ্ঠিত থাকেন আর সৃষ্টিকে প্রতিষ্ঠিত রাখেন।

২ জানা গেলো কুরআনে পাকের পরে কোনো কিতাব আসবে না আর কোনো নতুন নবীও আসবে না, কেননা কুরআন মাজীদ পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়ন করেছে। এতে পরবর্তীতে কিতাব আসার না কোনো আলোচনা আছে আর না সুসংবাদ আছে। যেহেতু কুরআন পাকে তাওরাত ও ইঞ্জীলের পরে আসার কথা ছিলো এজন্য এই কিতাবগুলোতে কুরআন পাকের বিষয়ে সুসংবাদ আগে দেওয়া হয়েছে।

اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝٤	আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।
اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ ۝٥	৫. নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে কোনো বস্তু গোপন নেই, না জমিনে, না আসমানে।[১]
هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٦	৬. তিনিই, যিনি মায়ের গর্ভে যেমন ইচ্ছা তোমাদের গঠন তৈরি করেন।[২] তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। (তিনি) মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।
هُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ	৭. তিনিই, যিনি তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছেন। এর কিছু আয়াত সুস্পষ্ট অর্থ বহন করে- তা হলো কিতাবের মূল। আর অন্যগুলো হলো তা-ই, যেগুলোর অর্থে অস্পষ্টতা রয়েছে।[৩] সুতরাং ওই সব লোক যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে,

টীকা:

১ আসমান ও জমিনের প্রতিটি বস্তু সম্পর্কে সর্বদা বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহকারে, কারো জানানো ব্যতীত জ্ঞান রাখা আল্লাহ পাকের গুণ। এই গুণ বান্দার মাঝে নেই কেননা মাখলুক যা জানে তা আল্লাহর জানানোর মাধ্যমেই জানে এবং তার জ্ঞান সীমাবদ্ধ ও ধ্বংসশীল।

২ মায়ের গর্ভে শিশুর গঠন তৈরি করা, রূহ ফুঁক দেওয়া, ভাগ্য লেখা- সবকিছু ফেরেশতারা করে কিন্তু ফেরেশতারা যেহেতু আল্লাহ পাকের আদেশে এবং দানকৃত শক্তি সাপেক্ষে করে তাই বলা হয়েছে - আল্লাহ পাকই মায়ের গর্ভে তোমাদের গঠন তৈরি করেন।

৩ মুতাশাবিহাত অর্থাৎ সেই আয়াত - যার প্রকাশ্য অর্থ হয় বোঝা যায় না, যেমন- হুরুফে মুকাত্তাআত, অথবা প্রকাশ্য অর্থ বোঝা যায় কিন্তু তা দ্বারা অন্য অর্থ বোঝানো হয়, যেমন- (وجه الله) অর্থাৎ আল্লাহর মুখ এবং (يد الله)অর্থাৎ আল্লাহর হাত সংক্রান্ত আয়াত- এর প্রকাশ্য অর্থ জানা থাকলেও এখানে সেই অর্থ বোঝানো হয়নি।

زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ
الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَاْوِيْلِهٖ ۚ وَمَا يَعْلَمُ
تَاْوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللّٰهُ ۘ وَالرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ
يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ
وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝٧

তারা (মানুষের মাঝে) ফিতনা ছড়ানোর উদ্দেশ্যে এবং এই আয়াতগুলোর (ভুল) অর্থ অনুসন্ধান করার লক্ষ্যে এই মুতাশাবিহাত আয়াতগুলোর পেছনে পড়ে থাকে।[১] অথচ তার সঠিক অর্থ, আল্লাহই জানেন। আর পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারীরা বলেন,[২] আমরা এর উপর ঈমান এনেছি, এসব কিছু আমাদের রবের পক্ষ থেকে। আর বোধশক্তি সম্পন্নরাই উপদেশ গ্রহণ করে[৩]।

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا
وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ
اَنْتَ الْوَهَّابُ ۝٨

৮. হে আমাদের রব! আমাদেরকে হেদায়েত দান করার পর তুমি আমাদের অন্তরকে বক্র করো না এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের অনুগ্রহ দান করো। নিশ্চয়ই তুমি মহান দাতা।

رَبَّنَآ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا
رَيْبَ فِيْهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ
الْمِيْعَادَ ۝٩

৯. হে আমাদের রব! নিশ্চয়ই তুমি সেদিন সকল মানুষের সমবেতকারী। এতে কোনো সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।[৪]

وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم
وقف لازم
وقف منزل

ع ٢

টীকা:

১ এখানে পথভ্রষ্ট আর বদমাযহাব লোকদের আলোচনা করা হয়েছে যারা নিজেদের কুপ্রবৃত্তির অনুসারী, তারা আয়াতে মুতাশাবিহাতের প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করে যা স্পষ্ট পথভ্রষ্টতা বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে কুফরী, অথবা এমন লোক যারা আয়াতে মুতাশাবিহাতের ভুল ব্যাখ্যা করে।

২ মুহাক্কিক আলেমগণ বলেছেন, আল্লাহ পাক হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মুতাশাবিহাতের জ্ঞান দান করবেন না - হুযুরের শান তার উর্ধ্বে। বরং আউলিয়ায়ে কেরামকেও এই জ্ঞান দান করা হয়।

৩ এতে বোঝা গেলো বিবেক অনেক ফলিতপূর্ণ আর গুণসম্পন্ন যে, এর মাধ্যমে হেদায়েত এবং উপদেশ পাওয়া যায় কিন্তু মনে রাখবেন যে বিবেক দ্বারা হেদায়েত পাওয়া যায় না তা অনেক বড় মূর্খতার নামান্তর। যেমন- ক্ষমতা অনেক ভালো বিষয় কিন্তু যে ক্ষমতা জুলুমের জন্য ব্যবহৃত হয় তা দুর্বলতা থেকেও নিকৃষ্ট।

৪ আল্লাহ পাক মিথ্যা থেকে পবিত্র সুতরাং তিনি ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। আল্লাহ পাকের সাথে মিথ্যা বলাকে সম্পৃক্ত করা কুফরী। আর এমন বলা যে, তিনি "মিথ্যা বলতে পারেন" এটাও কুফরী।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ وَقُوْدُ النَّارِ ۙ﴿١٠﴾	১০. নিশ্চয়ই কাফেরদের ধন-সম্পদ এবং তাদের সন্তান-সন্ততি আল্লাহর আযাব থেকে তাদেরকে কোনো কিছুই রক্ষা করতে পারবে না। আর তারাই হচ্ছে জাহান্নামের ইন্ধন।
كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿١١﴾	১১. যেমন- ফেরাউনের অনুসারী এবং তাদের পূর্ববর্তী লোকদের স্বভাব ছিলো,[১] তদ্রুপ তারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। ফলে তাদের গুনাহের কারণে আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করলেন আর আল্লাহর শাস্তি বড়ই কঠিন।
قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ ؕ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٢﴾	১২. ওই কাফেরদেরকে বলে দাও, খুব শীঘ্রই তোমরা পরাজিত হবে এবং জাহান্নামের দিকে তোমাদের হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। আর তা খুবই নিকৃষ্ট ঠিকানা।
قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِيْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ؕ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْىَ الْعَيْنِ ؕ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ اِنَّ	১৩. নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য ওই দুই দলের মধ্যে বড় নিদর্শন রয়েছে। যারা পরস্পর যুদ্ধ করেছিলো। (তাদের মধ্যে) একটি দল আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করছিলো আর অপর দলটি ছিলো কাফেরদের, যারা স্বচক্ষে মুসলমানদেরকে নিজেদের চেয়ে দ্বিগুণ দেখছিলো। আর আল্লাহ যাকে চান

টীকা:

১ অর্থাৎ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র যুগের কাফেরদের নীতি তেমনি ছিলো যেমনটি ফেরাউনের অনুসারী ও তাদের পূর্বের লোকদের নীতি ছিলো। তারাও আমার আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আর এই কাফেররাও আমার আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। ফলে যেভাবে আল্লাহ পাক তাদের গুনাহের কারণে তাদের পাকড়াও করেছেন তদ্রুপ এদের গুনাহের কারণে এদেরও পাকড়াও করবেন।

فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ ﴿١٣﴾

নিজের সাহায্যের মাধ্যমে শক্তি দান করেন। নিশ্চয়ই এতে বিবেকবানদের জন্য রয়েছে বড়ই শিক্ষা।

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ؕ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ﴿١٤﴾

১৪. মানুষের জন্য তাদের প্রবৃত্তির আকর্ষণকে সুসজ্জিত করা হয়েছে অর্থাৎ নারী, সন্তান, স্বর্ণ-রৌপ্যের ভান্ডার, চিহ্নিত ঘোড়া, গবাদিপশু, শষ্যক্ষেত্রকে (তাদের জন্য সুসজ্জিত করা হয়েছে)। এসব হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্যবস্তু। আর শুধু আল্লাহর নিকটই রয়েছে উত্তম আবাসস্থল।[১]

قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ؕ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾ ۚ

১৫. (হে হাবীব) তুমি বলো, আমি কি তোমাদেরকে এসবের চাইতে উত্তম বস্তুর সংবাদ দেবো? (শোনো, তা হচ্ছে এই যে,) খোদাভীরুদের জন্য তাদের রবের নিকট রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা সেখানে স্থায়ীভাবে থাকবে। আর (তাদের জন্য) রয়েছে পবিত্র স্ত্রীগণ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ বান্দাদের দেখছেন।

টীকা:

১ আমাদের জন্য এই আয়াতে অনেক বড় শিক্ষা রয়েছে। আমাদের অধিকাংশ মুসলমানই এই পার্থিব বস্তুর মোহে নিমজ্জিত। তারা পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততির জন্য হারাম উপার্জন এবং ধন-সম্পদকে নিজের আসল উদ্দেশ্য মনে করে। এগুলোর জন্যই দিনরাত চেষ্টা করা, ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়ানো, বিলাস সামগ্রী বৃদ্ধি করা, উত্তম পোশাক, উন্নত বাড়ি, চমৎকার গাড়ি প্রায় প্রত্যেকেরই মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই আয়াতকে সামনে রেখে আমাদেরও নিজের জীবনের দিকে খেয়াল রাখা উচিৎ।

اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾

১৬. যারা বলে হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং তুমি আমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দাও আর আমাদের জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করো।

اَلصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ ﴿١٧﴾

১৭. ধৈর্যধারণকারী, সত্যবাদী, আনুগত্যশীল, আল্লাহর পথে ব্যয়কারী এবং রাতের শেষভাগে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِالْقِسْطِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٨﴾

১৮.এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই আর ফেরেশতা ও আলেমগণও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে (সাক্ষ্য দিয়েছেন), তিনি ব্যতীত কারো ইবাদত নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

১৯. নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট মনোনীত দ্বীন হলো ইসলাম এবং যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের নিকট জ্ঞান আসার পরেই তারা পরস্পর মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে,শুধুমাত্র পারস্পরিক হিংসার কারণে।[১] আর যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে, (তাদের জেনে রাখা উচিত যে,) নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

النصف

টীকা:

১ প্রত্যেক নবীর দ্বীন ছিলো ইসলাম। সুতরাং আল্লাহর দরবারে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন গ্রহণযোগ্য নয়। তবে এখন ইসলাম বলতে সেই দ্বীনকে বোঝায় যা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিয়ে এসেছেন। যেহেতু হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আল্লাহ পাক রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন আর তাকে صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শেষ নবী বানিয়েছেন, সেহেতু এখন যদি কেউ অন্য আসমানী কিতাবের অনুসরণ করে কিন্তু শেষ নবী মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও তার দ্বীনকে মান্য করে না- তাহলে তার ওই আসমানী দ্বীন মানা গ্রহণযোগ্য হবে না।

فَاِنْ حَآجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ؕ وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ ؕ فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠﴾ ع

২০. অতঃপর হে হাবীব! যদি তারা তোমার সাথে তর্ক করে, তাহলে তুমি বলে দাও "আমি তো আমার মুখমণ্ডল আল্লাহর দরবারে অবনত করেছি আর আমার অনুসারীরাও। আর হে হাবীব! আহলে কিতাব এবং নিরক্ষরদের বলে দাও যে, তোমরাও কি ইসলাম কবুল করছো? অতঃপর যদি তারা ইসলাম কবুল করে, তবে তারাও সরল পথ প্রাপ্ত হলো আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তোমার উপর কেবল আদেশ পৌঁছে দেওয়া আবশ্যক। আর আল্লাহ বান্দাদের দেখছেন।

ع ١٠ ٢ ١١

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢١﴾

২১. নিশ্চয়ই ওই সব লোক যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে শহীদ করে, আর ইনসাফের নির্দেশ দাতাদের হত্যা করে, তাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ শোনাও।[১]

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۫ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٢٢﴾

২২. এরা হলো সেসব লোক যাদের আমল দুনিয়া ও আখেরাতে বিনষ্ট হয়ে গেছে।[২] আর তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই।

টীকা:

১ এই আয়াতে বনী ইসরাইলের তিনটি অপরাধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে (১) আল্লাহ পাকের আয়াতকে অস্বীকার করা (২) নবীগণকে শহীদ করা (৩) ইনসাফের নির্দেশ দাতাদের হত্যা করা। পক্ষান্তরে, এই আয়াতে নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র যুগের ইহুদিদের নিন্দা এজন্য করা হয়েছে, কারণ তারা তাদের পিতৃপুরুষদের এমন মন্দ কাজের উপর সন্তুষ্ট ছিলো।

২ এই আয়াত দ্বারা বোঝা গেলো নবীগণের শানে বেয়াদবী করা কুফরী আর কুফরী দ্বারা সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যায়। যেহেতু ইহুদিরা নিজেদের নবীগণকে শহীদ করেছিলো যা ছিলো নিকৃষ্টতম বেয়াদবী আর এ কারণে তাদের আমল বিনষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. তুমি কি ওই সব লোককে দেখোনি যাদেরকে কিতাবের কিছু অংশ দেওয়া হয়েছিলো (এজন্য যে, যখন তাদেরকে) আল্লাহর কিতাবের দিকে আহ্বান করা হয় যাতে তা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে তখন তাদের মধ্যকার একটি দল তা থেকে বিমুখ হয়ে ফিরে যায়।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ۖ وَغَرَّهُمْ فِيْ دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. তাদের এ দুঃসাহস এজন্য হয়েছে যে, তারা বলে, কখনো আগুন আমাদের স্পর্শ করবে না, তবে কিছু নির্ধারিত দিন ব্যতীত। আর তাদের (এরূপ) মনগড়া কথাই তাদেরকে নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে ধোঁকায় ফেলেছে।

فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۖ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. সুতরাং কী অবস্থা হবে যখন আমি তাদেরকে ওই দিনের জন্য সমবেত করবো, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার উপার্জন পূর্ণ মাত্রায় দেওয়া হবে। আর তাদের প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না।[১]

টীকা:

১ আমাদের জন্য এতে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কোনো জাতির ধ্বংস তখন নেমে আসে যখন তারা আমল থেকে বিমুখ হয়ে মিথ্যা আশার দুনিয়ায় ঘোরাফেরা করে । যে ব্যক্তি লক্ষ টাকা উপার্জনের আশা রাখে কিন্তু সে অনুযায়ী পরিশ্রম করে না, সে কখনো এক টাকাও উপার্জন করতে পারবে না। যে জাতি উন্নতি করার আকাঙ্ক্ষা রাখে কিন্তু নিজেদের অসৎ আমল, কাজে ফাঁকি দেওয়া এবং খেয়ানত ছাড়তে রাজি না, তারা উন্নতির পথে পা রাখতে পারবে না ।

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ۫ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ؕ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ؕ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٦﴾

২৬. এভাবে বলো যে, হে আল্লাহ! রাজ্যের মালিক,[১] তুমি যাকে ইচ্ছে রাজত্ব দান করো এবং যার থেকে ইচ্ছে রাজত্ব কেড়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছে সম্মান দান করো আর যাকে ইচ্ছে লাঞ্ছিত করো। তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি প্রতিটি বিষয়ে ক্ষমতাবান।

تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۫ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۫ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾

২৭. তুমি রাতের কিছু অংশ দিনে প্রবিষ্ট করাও এবং দিনের কিছু অংশ রাতে এবং জীবিতকে মৃত থেকে বের করো আর মৃতকে জীবিত থেকে বের করো। আর তুমি যাকে ইচ্ছে অগণিত রিযিক দান করো।

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ

২৮. মুমিনরা যেন মুমিনদের ছেড়ে কাফেরদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ না করে। আর যারা এরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই, তবে যদি তাদের ব্যাপারে তোমাদের কোনো আশঙ্কা থাকে, তা ভিন্ন। আর আল্লাহ তোমাদেরকে

টীকা:

১ রাজত্ব, কর্তৃত্ব, এমনকি বিশ্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাও আল্লাহ পাকের মালিকানাধীন, তিনি যাকে চান তা দান করেন। অতীতে কত বড় বড় রাজত্ব ছিলো কেউ যার ধ্বংস হওয়ার কল্পনাও করতো না কিন্তু আল্লাহ পাকের এমন মহান কুদরত ও শক্তি প্রকাশ পেলো যে, আজ তাদের নাম ও নিশানা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। গ্রিসের আলেক্সান্ডার দ্য গ্রেট, ইরাকের নমরুদ, ইরানের কিসরা ও নওশিরওয়ান, দাহহাক, ফরিদুন, জামশেদ, মিশরের ফেরাউন, মঙ্গোল জাতির চেঙ্গিস ও হালাকু খানের মত বিখ্যাত শাসকদেও নাম এখন শুধু গল্প কাহিনীতে রয়ে গেছে আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নাম প্রতিষ্ঠিত রয়েছে আর চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকবে।

تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ؕ وَ يُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ؕ وَ اِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨﴾

স্বীয় গযব সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করছেন। আর (তোমাদেরকে) আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।[১]

قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ؕ وَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٩﴾

২৯. তুমি বলে দাও, তোমরা তোমাদের মনের কথা গোপন রাখো অথবা প্রকাশ করো, আল্লাহ সবই জানেন। আর তিনি জানেন, যা কিছু আসমানে রয়েছে আর যা কিছু জমিনে। আর আল্লাহ প্রতিটি বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۚ وَّ مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْٓءٍ ۚ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهٗٓ اَمَدًا بَعِيْدًا ؕ وَ يُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ؕ وَ اللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٣٠﴾

৩০. (স্মরণ করো!) যেদিন প্রত্যেক মানুষ তার সকল ভালো ও মন্দ আমল নিজের সামনে দেখতে পাবে। আর কামনা করবে- হায়! যদি তার মাঝে এবং তার আমলের মাঝে একটি বহু দূরের (ব্যবধান) হতো! আর আল্লাহ তোমাদেরকে তার শাস্তির ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করছেন। আল্লাহ বান্দাদের প্রতি বড়ই মেহেরবান।[২]

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ

৩১. হে হাবীব! তুমি বলে দাও যে, হে লোকেরা! যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসো,[৩]

টীকা:

১ কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা পোষণ করা হারাম, তাদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানানো আর আন্তরিক সম্পর্ক রাখাও নাজায়েয। তবে জান ও মালের আশঙ্কা থাকলে তখন শুধু বাহ্যিক সদাচরণ জায়েয। এখানে শুধু বাহ্যিক সদাচরণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে ঈমান গোপন রাখা আর মিথ্যা বলাকে ঈমান ও আকিদা বানানো গ্রহণযোগ্য নয় বরং যেসব ক্ষেত্রে সুযোগ রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে বাতিলের মোকাবেলায় অটল থাকা আর প্রাণের পরোয়া না করা উত্তম।

২ সূরা আলে ইমরানের আয়াত নং ২৯,৩০ প্রত্যেক ব্যক্তির সংশোধনের জন্য যথেষ্ট। এই আয়াত নিয়ে যত বেশি চিন্তা করবেন ততই অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হবে আর গুনাহের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হবে।

৩ এই আয়াত দ্বারা বোঝা গেলো আল্লাহকে ভালোবাসার দাবি তখনই সত্য হতে পারে যখন মানুষ হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র অনুসারী হবে আর হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র আনুগত্য স্বীকার করবে।

يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣١﴾

তাহলে আমার অনুগত হয়ে যাও।[১] আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, দয়ালু।

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩২. তুমি বলো, 'তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো'। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে (জেনে রাখো!) আল্লাহ কাফেরদের পছন্দ করেন না।[২]

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٣﴾ ۙ

৩৩. নিঃসন্দেহে আল্লাহ আদম, নূহ ও ইবরাহীমের বংশধর এবং ইমরানের বংশধরকে সমগ্র বিশ্ববাসীর উপর মনোনীত করেছেন।

ذُرِّيَّةًۢ بَعْضُهَا مِنْۢ بَعْضٍ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٤﴾ ۚ

৩৪. এরা একে অপরের বংশধর। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।

اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٣٥﴾

৩৫. (স্মরণ করো!) যখন ইমরানের স্ত্রী বললো, হে আমার রব, আমি তোমার জন্য মান্নত করেছি যে, আমার গর্ভে যে সন্তান রয়েছে, তা কেবল তোমার জন্য মুক্ত (ওয়াকফকৃত)। সুতরাং আমার পক্ষ থেকে তুমি (তা) গ্রহণ করে নাও, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।

টীকা:

১ এই আয়াত দ্বারা বোঝা গেলো প্রত্যেক মানুষের উপর হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র অনুসরণ ও আনুগত্য করা আবশ্যক।

২ হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র অনুসরণই আল্লাহর ভালাবাসার প্রমাণ আর এর উপরই নাজাতের মানদণ্ড নির্ভর করে। মহান আল্লাহ -জান্নাত লাভ, নিজের সন্তুষ্টি ও নৈকট্যকে হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র নিঃশর্ত অনুসরণের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। বর্তমানে আল্লাহর সন্তুষ্টি আর নৈকট্য রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র ভালোবাসা, তার আনুগত্য-অনুসরণ আর গোলামির মাধ্যমেই পাওয়া যাবে। এই পথ ব্যতীত বাকি সব পথ বর্জনীয়।

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ وَضَعْتُهَآ
اُنْثٰى ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ؕ وَ
لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى ۚ وَاِنِّيْ سَمَّيْتُهَا
مَرْيَمَ وَاِنِّيْٓ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا
مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ﴿٣٦﴾

৩৬. অতঃপর যখন ইমরানের স্ত্রী কন্যা সন্তান প্রসব করলো, তখন বললো, হে আমার রব, আমি কন্যা সন্তান প্রসব করেছি অথচ আল্লাহ ভালো করেই জানেন, যা সে প্রসব করেছে। আর ওই পুত্র সন্তান (যার আশা করা হয়েছিলো) এই কন্যা সন্তানের মতো নয়, (যা তাকে দেওয়া হয়েছে)। আর (সে বললো,) আমি এই কন্যা সন্তানের নাম মারইয়াম রাখলাম, আর আমি তাকে ও তার বংশধরকে বিতাড়িত শয়তানের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয়ে সমর্পণ করছি। [১]

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّاَنْۢبَتَهَا
نَبَاتًا حَسَنًا ۙ وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ؕ كُلَّمَا
دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ
عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ
هٰذَا ؕ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ
يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾

৩৭. অতঃপর তার রব তাকে উত্তমরূপে গ্রহণ করলেন এবং তাকে ভালো করে লালন পালন করলেন। আর যাকারিয়াকে বানালেন তার তত্ত্বাবধায়ক। আর যখনই যাকারিয়া তার কাছে তার নামায পড়ার স্থানে যেতো তখন তার কাছে ফল দেখতে পেতো। যাকারিয়া জিজ্ঞেস করলো, হে মারইয়াম, এগুলো তোমার কাছে কোত্থেকে আসে? সে বললো, এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে। আল্লাহ যাকে চান অগণিত রিযিক দান করেন।[২]

টীকা:

১ হযরত মারইয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا 'র মাতা হযরত মারইয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا ও তার বংশধরদের জন্য শয়তানের অনিষ্ট থেকে আশ্রয়ের প্রার্থনা করেন আর আল্লাহ পাক তার দোয়া কবুল করেন। সুতরাং এই বাক্যগুলো আল্লাহর দরবারে কবুল। সুতরাং নিজের সন্তানের জন্য এই বাক্যগুলো দ্বারা দোয়া করা উচিৎ। اِنۡ شَآءَاللّٰہ আল্লাহ দয়া করবেন।

২ যখন হযরত যাকারিয়া عَلَیۡہِ السَّلَام ইবাদত খানায় মারইয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا 'র কাছে যেতেন, তখন সেখানে অমৌসুমের ফল পেতেন। হযরত যাকারিয়া عَلَیۡہِ السَّلَام যখন ফলের ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বললেন যে এগুলো আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে। এতে বোঝা গেলো আল্লাহ পাক তার ওলীদেরকে কারামত দ্বারা ধন্য করেন, আর তাদের মাধ্যমে স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীত ঘটনা প্রকাশ করেন।

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ ﴿٣٨﴾

৩৮. সেখানেই যাকারিয়া তার রবের নিকট প্রার্থনা করলো, বললো, হে আমার রব, তোমার দরবার হতে আমাকে পবিত্র সন্তান দান করো। নিশ্চয়ই তুমিই প্রার্থনা শ্রবণকারী।

فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ ۙ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٣٩﴾

৩৯. তখন ফেরেশতারা তাকে ডেকে বললো, যখন সে তার নামাযের জায়গায় দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছিলো। নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে ইয়াহইয়া সম্পর্কে সুসংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বাণীকে সত্যায়ন করবেন[১] আর তিনি নেতৃত্ব দানকারী হবেন এবং সর্বদা নারীদের সংস্পর্শ বর্জনকারী আর নেককারদের মধ্য থেকে একজন নবী হবেন।

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِيْ عَاقِرٌ ۭ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿٤٠﴾

৪০. সে বললো, হে আমার রব! আমার পুত্র সন্তান হবে কীভাবে আমার তো বার্ধক্য এসে গেছে, আর আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা। আল্লাহ বললেন, আল্লাহ এভাবেই যা ইচ্ছে, তা-ই করেন।

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً ۭ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا

৪১. সে বললো, হে আমার রব! আমার জন্য কিছু নিদর্শন নির্ধারণ করো। আল্লাহ বললেন, তোমার নিদর্শন হলো এই যে, তুমি তিন দিন পর্যন্ত মানুষের সাথে শুধু

টীকা:

১ যেখানে আল্লাহ পাকের রহমত বর্ষিত হয় সেখানে আল্লাহর কাছে দোয়া চাওয়া উচিৎ। যে জায়গায় হযরত মারইয়াম رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا'র জন্য অদৃশ্য থেকে ফল আসতো সেখানে হযরত যাকারিয়া عَلَيْهِ السَّلَام দোয়া চাইলেন। এজন্য কাবাঘর, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র রওযা শরীফ ও ওলীদের মাজারে দোয়া চাওয়া বড়ই উপকারী। এই জায়গাগুলো আল্লাহর রহমত বর্ষিত হওয়ার স্থান।

رَمْزًا ؕ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ﴿٤١﴾ ع

ইশারায় কথা বলতে পারবে। আর তোমার রবকে অধিকহারে স্মরণ করো এবং সকাল-সন্ধ্যা তাঁর তাসবীহ পাঠ করতে থাকো।[১]

ع ١٢

وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٢﴾

৪২. আর (স্মরণ করো!) যখন ফেরেশতারা বললো, হে মারইয়াম! নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন এবং তোমাকে অধিক পবিত্র করেছেন। আর তোমাকে সারা পৃথিবীর নারীদের উপর মনোনীত করেছেন।

يٰمَرْيَمُ اقْنُتِيْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩. হে মারইয়াম! তোমার রবের আনুগত্য করো, তাঁর দরবারে সিজদা করো ও রুকুকারীদের সাথে রুকু করো।

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ؕ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۪ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪. এগুলো হচ্ছে অদৃশ্যের সংবাদ, যা আমি গোপনে তোমাকে অবগত করি।[২] আর তুমি তাদের নিকট উপস্থিত ছিলে না, যখন তারা নিজেদের কলম দিয়ে ভাগ্য-নির্ধারণ করছিলো যে, তাদের মধ্যে কে মারইয়ামকে লালন-পালন করবে। আর তুমি তাদের সামনে উপস্থিত ছিলে না, যখন তারা বাদানুবাদ করছিলো।

টীকা:

১ হযরত যাকারিয়া عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহ পাককে তার স্ত্রীর গর্ভধারণের আলামত প্রদান করার কথা বললেন যাতে সে সময় আল্লাহর ইবাদতে আরও বেশি মশগুল হতে পারেন। এতে বোঝা গেলো নেক সন্তান পাওয়ার পর আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করা উচিৎ। আকীকা,দান সদকা, নফল নামায ইত্যাদি এই নিয়ামতেরই শুকরিয়া স্বরূপ। আর যেহেতু আমাদের নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'রহমাতুল লিল আলামীন' আর জগতে সবচেয়ে বড় নিয়ামত এজন্য এই নিয়ামতের শুকরিয়া আমরা সর্বদা মীলাদ উদযাপনের মাধ্যমে করি ।

২ এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত মারইয়াম رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ঘটনা অদৃশ্যের সংবাদের অন্তর্ভুক্ত। এতে বোঝা গেলো আল্লাহ পাক তার প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অদৃশ্যের জ্ঞান দান করেছেন। সকল নবীগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام 'র ঘটনা যা কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত রয়েছে, সবগুলোই অদৃশ্যের সংবাদের অন্তর্ভুক্ত।

اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۖ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۙ﴿٤٥﴾

৪৫.আর স্মরণ করো! যখন ফেরেশতারা মারইয়ামকে বলল, হে মারইয়াম, আল্লাহ আপনাকে তাঁর পক্ষ থেকে একটি বাণীর সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম মসীহ ঈসা বিন মারইয়াম হবে। দুনিয়া ও আখিরাতে তিনি মহা সম্মানের অধিকারী হবেন এবং আল্লাহর নিকটতম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪৬. আর তিনি মানুষের সাথে দোলনায় এবং পূর্ণবয়সে কথা বলবেন আর বিশেষ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ ۭ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاۗءُ ۭ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٤٧﴾

৪৭. (মারইয়াম) বললো, হে আমার রব! কীভাবে আমার সন্তান হবে? আমাকে কোনো পুরুষ স্পর্শই করেনি। আল্লাহ বললেন, 'এভাবেই' আল্লাহ যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন। যখন তিনি কোনো কিছু করার ইচ্ছে করেন, তখন কেবল এতোটুকুই বলেন যে, 'হয়ে যাও' তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়।

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ﴿٤٨﴾

৪৮. আর আল্লাহ তাকে কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইঞ্জীল শেখাবেন।

وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ ۙ اَنِّىْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ اَنِّىْٓ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْــَٔةِ الطَّيْرِ

৪৯. আর (ঈসা) বনী ইসরাঈলের রাসূল হবে। সে বলবে, 'আমি তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন নিয়ে এসেছি'। তা হলো, আমি তোমাদের জন্য মাটি দিয়ে পাখির আকৃতি তৈরি করি, অতঃপর তাতে যখন ফুঁক দেই, তৎক্ষণাৎ

فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْيِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ ۙ فِيْ بُيُوْتِكُمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ﴿٤٩﴾

আল্লাহর নির্দেশে তা পাখিতে পরিণত হয়। আর আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য দান করি। আর আল্লাহর হুকুমে মৃতকে জীবিত করি । আর আমি তোমাদেরকে অদৃশ্যের সংবাদ বলি, যা তোমরা খাও[১] এবং যা নিজেদের ঘরে মজুদ করে রাখো। নিঃসন্দেহে এসব বিষয়ে তোমাদের জন্য বড়ই নিদর্শন রয়েছে যদি তোমরা ঈমান রাখো।[২]

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۫ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿٥٠﴾

৫০. আর আমার পূর্বে যে তাওরাত কিতাব ছিলো, আমি তার সত্যায়নকারী হিসেবে এসেছি। আর তা এজন্য যে, তোমাদের জন্য কিছু বস্তু হালাল করে দেবো, যা তোমাদের জন্য হারাম ছিলো।[৩] আর আমি তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার অনুসরণ করো।

টীকা:

১ শিফা দান করা, বিপদ দূর করা ইত্যাদি শব্দাবলী আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কারো জন্য ব্যবহার করা শিরক নয়। সুতরাং এ কথা বলা জায়েয যে, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমস্যার সমাধানকারী, বিপদ দূরকারী অথবা আল্লাহর মকবুল বান্দা সন্তান দান করেন। কেননা হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام বললেন, আমি মৃতকে জীবিত করি, এমন রোগী যার কোনো চিকিৎসা নাই, তাকেও আমি সুস্থ করি, অদৃশ্যের সংবাদ দিই - অথচ এ সমস্ত কাজ তো আল্লাহরই।

২ হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام যে বস্তু ঘরে রাখা হয়েছে সে সম্পর্কেও জানতেন। এতে বোঝা গেলো আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ অদৃশ্যের সংবাদ জানেন। এও বোঝা গেলো যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের জন্য ইলমে গায়েব মানা তাওহীদের পরিপন্থী নয় বরং আল্লাহর দানকে অস্বীকার করা তাওহীদের পরিপন্থী।

৩ এই আয়াত দ্বারা বোঝা গেলো যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام আল্লাহ পাকের অনুমতিক্রমে হালাল ও হারাম সাব্যস্ত করার ক্ষমতা রাখেন, কেননা তিনি عَلَيْهِ السَّلَام বলেছেন তোমাদের জন্য পূর্বের কতিপয় হারাম জিনিসকে হালাল করবো।

اِنَّ اللّٰهَ رَبِّیْ وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ ﴿۵۱﴾

৫১. নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার এবং তোমাদের সবার রব। অতএব তাঁরই ইবাদত করো।[১] এটাই হলো সরল পথ।

فَلَمَّاۤ اَحَسَّ عِیْسٰی مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِیْۤ اِلَی اللّٰهِ ؕ قَالَ الْحَوَارِیُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ ۚ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ۚ وَ اشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴿۵۲﴾

৫২.অতঃপর ঈসা যখন ওই (বনী ইসরাঈলের মাঝে) কুফরী পেলো, তখন বললো, আল্লাহর পক্ষ হয়ে কারা আমাকে সাহায্য করবে? একনিষ্ঠ সাথীগণ বললো, আমরা আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যকারী, আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। আর আপনি সাক্ষী হয়ে যান যে, আমরা নিশ্চয়ই মুসলমান।[২]

رَبَّنَاۤ اٰمَنَّا بِمَاۤ اَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِیْنَ ﴿۵۳﴾

৫৩. হে আমাদের রব! আমরা ওই কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছি, যা তুমি নাযিল করেছো। আর আমরা রাসূলের অনুগত্য করেছি। কাজেই, আমাদেরকে সাক্ষ্য দানকারীদের মধ্যে লিপিবদ্ধ করো।

وَ مَكَرُوْا وَ مَكَرَ اللّٰهُ ؕ وَ اللّٰهُ خَیْرُ الْمٰكِرِیْنَ ﴿۵۴﴾ ع

৫৪. এবং কাফেররা গোপনে চক্রান্ত করলো আর আল্লাহ কৌশল অবলম্বন করলেন। আর আল্লাহ সর্বোত্তম কৌশল অবলম্বনকারী।[৩]

ع ٣ ٥ الثلثة

টীকা:

১ হযরত ঈসা عَلَيْهِمُ السَّلَام 'র এ উক্তির মাধ্যমে নিজের আব্দিয়াত অর্থাৎ বান্দা হওয়াকে স্বীকার করা এবং নিজের রাবুবিয়াত অর্থাৎ রব হওয়াকে অস্বীকার করা সাব্যস্ত হয়, এতে খ্রিস্টানদের দাবির খণ্ডন হয়ে যায়। এতে বোঝা গেলো আম্বিয়া ও আউলিয়ায়ে কিরামের মুজিযা বা কারামত মানা শিরক নয় আর এতে কখনো এটা বোঝানো হয় না যে, তাদেরকে রব মনে করা হচ্ছে। এখান থেকে যারা মুসলমানদেরকে মুশরিক বলে তাদের শিক্ষা নেওয়া উচিৎ।

২ এতে বোঝা গেলো যে, বিপদের সময় আল্লাহর বান্দাদের কাছে সাহায্য চাওয়া নবীদের সুন্নাত।

৩ مكر শব্দটি ধোঁকা দেওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। কখনো যেন আল্লাহর শানে এ কথা বলা না হয়। বর্তমানে আরবীতেও শব্দটি ধোঁকা দেওয়া অর্থে প্রসিদ্ধ। এজন্য জায়েয হওয়ার প্রেক্ষাপট ব্যতীত যেন আল্লাহর শানে এ কথা বলা না হয়। কুরআনের আয়াতে যেখানেই এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তা গোপন কৌশল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰٓى اِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ وَ
رَافِعُكَ اِلَيَّ وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا وَ جَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ
فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى يَوْمِ
الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ
بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫. স্মরণ করো! যখন আল্লাহ বললেন, হে ঈসা! আমি তোমার আয়ু পরিপূর্ণ করবো এবং তোমাকে আমার দিকে উত্তোলন করবো, কাফেরদের থেকে তোমাকে মুক্তি দান করবো।[১] আর তোমার অনুসারীদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত তোমার অস্বীকারকারীদের উপর বিজয় দান করবো।[২] অতঃপর তোমাদের সবাইকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদের মধ্যে সেগুলোর সমাধান করে দেবো, যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করতে।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا
شَدِيْدًا فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ۫ وَ مَا
لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬. অতঃপর যারা কাফের, তাদেরকে আমি দুনিয়া ও আখিরাতে কঠিন শাস্তি দেবো। আর তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না।

وَ اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ؕ
وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭. এবং যারা ঈমান এনেছে আর সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে তাদের প্রাপ্য পরিপূর্ণভাবে দান করবেন। আর আল্লাহ জালেমদের পছন্দ করেন না।

টীকা:

১ আয়াতের এই শব্দগুলো হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام ওফাত লাভের দলিল নয় কেননা تَوَفِّيْ শব্দের অর্থ হলো পরিপূর্ণ দেওয়া, পরিপূর্ণ নেওয়া, নিদ্রায় শায়িত করা ও মৃত্যু দান করা। ব্যবহারের সময় যে প্রেক্ষাপট পাওয়া যাবে সেখানে সে অর্থই নিতে হবে। এখানে اِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ অর্থ হলো আমি তোমাকে পরিপূর্ণ বয়স দান করবো অথবা আত্মা ও দেহের সাথে তোমাকে উত্তোলন করবো।

২ হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام 'র অনুসারী বলতে যারা তাকে সঠিকভাবে মানে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে। মূলত মুসলমানরাই তাকে সঠিকভাবে মান্য করে। কেননা ইহুদিরা এমনিতেই হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام 'র শত্রু। আর খ্রিস্টানরা তাকে খোদা বলে মান্য করে। সুতরাং এই মান্য করা মূলত নিকৃষ্ট বিষয় যা না মানার শামিল, কেননা হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام বলেছেন যে, আল্লাহ ব্যতীত কাউকে মাবুদ মনে করো না, আর এরা বলে, না! আমরা আপনাকে মাবুদ হিসেবে মানবো।

ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ وَ الذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ﴿٥٨﴾

৫৮. আমি এই সব যা তোমার সামনে পাঠ করি, এতে কিছু নিদর্শন আর প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ রয়েছে।

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ؕ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٥٩﴾

৫৯. নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের ন্যায়, যাকে আল্লাহ মাটি দিয়ে তৈরি করেছেন।[১] অতঃপর তাকে বললেন, হয়ে যাও। তৎক্ষণাৎ সে (জীবন্ত) হয়ে গেলো।

اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿٦٠﴾

৬০. হে শ্রোতা![২] সত্য তোমার রবের পক্ষ থেকে। সুতরাং তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

فَمَنْ حَآجَّكَ فِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَ اَبْنَآءَكُمْ وَ نِسَآءَنَا وَ نِسَآءَكُمْ وَ اَنْفُسَنَا وَ اَنْفُسَكُمْ ۟ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى

৬১. অতঃপর হে হাবীব! তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর যে ব্যক্তি ঈসা সম্পর্কে তোমার সাথে বিবাদ করে, তাহলে তুমি তাদের বলে দাও, এসো, আমরা আমাদের পুত্রদের, তোমরা তোমাদের পুত্রদের এবং আমরা আমাদের নারীদের ও তোমরা তোমাদের নারীদের আর আমরা আমাদের নিজেদেরকে ও তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে (মোকাবেলায়) আহ্বান করি,

টীকা:

১ অর্থাৎ যেভাবে হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام নুতফা (বীর্য) ছাড়া জন্ম নিয়েছেন তদ্রুপ হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام ও। সুতরাং যখন হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহর পুত্র হননি, তাহলে ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام কিভাবে আল্লাহর পুত্র হতে পারেন? এতে বোঝা গেলো যে, হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام পিতা ছাড়া জন্ম নিয়েছিলেন।

২ এখানে শুধু নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সম্বোধন করা হয়নি বরং আয়াত শ্রবণকারী প্রত্যেক শ্রোতাকে অথবা এখানে যদিও দৃশ্যত হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সম্বোধন করা হয়েছে কিন্তু তা দ্বারা উদ্দেশ্য তার উম্মত, কেননা তিনি صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক্ষেত্রে সন্দেহ করতে পারেন না।

الْكٰذِبِيْنَ ﴿٦١﴾

এরপর মুবাহালা করি। অতঃপর মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত কামনা করি।[১]

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٦٢﴾

৬২. নিঃসন্দেহে এটাই সত্য বর্ণনা এবং আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। আর নিশ্চয়ই তিনিই (আল্লাহ) পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِالْمُفْسِدِيْنَ ﴿٦٣﴾ ع

৬৩. অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। তবে ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের ব্যাপারে আল্লাহ জানেন।

ع ٢ ٩ ١٤

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪. হে হাবীব! তুমি বলো, হে আহলে-কিতাব! এমন কথার দিকে এসো, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই ধরনের, তা হলো এই যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করবো না, তার সাথে কোনো শরীক করবো না এবং আমরা কেউ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে রব হিসেবে গ্রহণ করবো না। এরপরেও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে হে মুসলমানগণ! তোমরা বলে দাও, 'তোমরা সাক্ষী থাকো, আমরাই প্রকৃত মুসলমান'।

টীকা:

১ মুবাহালার সাধারণ অর্থ হলো দুজন প্রতিযোগী পরস্পর এভাবে দোয়া করবে যদি তুমি সত্যের উপর এবং আমি মিথ্যার উপর থাকি তাহলে আল্লাহ যেন আমাকে ধ্বংস করেন। আর যদি আমি সত্যের উপর আর তুমি মিথ্যার উপর থাকো তাহলে আল্লাহ যেন তোমাকে ধ্বংস করেন। অতঃপর একই কথা অন্য পক্ষও বলবে। মনে রাখবেন, মুবাহালা দ্বীনের অকাট্য বিষয় নিয়ে করা উচিৎ, যেগুলো অকাট্য নয় সেগুলো নিয়ে করা উচিৎ নয়। সুতরাং ইসলাম সত্য ধর্ম তা নিয়ে মুবাহালা হতে পারে। হানাফী ও শাফেয়ী মাসয়ালার মতপার্থক্য নিয়ে নয়।

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمَآ اُنْزِلَتِ التَّوْرٰىةُ وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫. হে আহলে কিতাব! তোমরা কেন ইবরাহীমের বিষয়ে ঝগড়া করছো? অথচ তাওরাত ও ইঞ্জীল তো নাযিল হয়েছে ইবরাহীমের পরে।[১] সুতরাং তোমরা কি বোঝো না?

هٰٓاَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ حَاجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬. শুনে নাও! তোমরা ওই সব লোক, যারা ইতোপূর্বে সেই বিষয়ে তর্ক করতে, যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান ছিলো। সুতরাং (এখন) সে বিষয়ে তোমরা কেন তর্ক করছো যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞানই নেই? মূলত আল্লাহ জানেন আর তোমরা জানো না।

مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. ইবরাহীম না ইহুদি ছিলো আর না খ্রিস্টান। বরং প্রত্যেক বাতিল থেকে মুক্ত মুসলমান ছিলো এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না।[২]

টীকা:

১ এই আয়াতে মতানৈক্য শেষ করার একটি উত্তম পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। যা সাধারণ, উভয় পক্ষের স্বীকৃত বিষয় তা শুরুতে নির্ধারণ করে নিলে মতানৈক্যের বিষয়গুলো আলাদা হয়ে যাবে এবং কমে যাবে, আর আলোচনা তাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে। অন্যথায়, যখন তর্ক করা হয় তখন কখনো মতানৈক্যের বিষয় সামনে আসে আর কখনো ঐক্যমতের বিষয়ে নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে যায়।

২ বোঝা গেলো, বুযুর্গদের থেকে অপবাদ দূর করা আল্লাহর সুন্নাত আর তাদের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত রাখা খুবই প্রিয় কাজ। এই আয়াত দ্বারা ইতিহাসের জ্ঞানের গুরুত্বও বোঝা যায়। এখানে ইতিহাসের উপর বাস্তবতার ভিত্তি নিহিত। বর্তমানে এমনিতেও ইতিহাসের জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অনেক কেননা আমাদের যুগের অনেক পথভ্রষ্ট লোকেরা ইতিহাস বিকৃত করে মানুষকে পথভ্রষ্ট করে। তবে নিজে নিজে ইতিহাসের বই পড়া উচিৎ নয় কেননা বর্তমান ইতিহাস শাস্ত্রে অনেক পথভ্রষ্ট বিষয় লেখা আছে যা অজ্ঞ ব্যক্তিরা পড়লে নিজে ধ্বংস হয়ে যাবে। কোনো যোগ্য আলেমের নির্দেশনায় ইতিহাস পড়া উচিৎ।

اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮. নিশ্চয়ই সবার মধ্যে ইবরাহীমের অধিক হকদার তারাই, যারা তার অনুসারী এবং এই নবী ও ঈমানদারগণ। আর আল্লাহ ঈমানদারদের সাহায্যকারী।[১]

وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ ؕ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯. আহলে কিতাবের একটি দল কামনা করে যে, যদি তারা কোনোভাবে তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে পারতো[২] কিন্তু তারা তো কেবল নিজেদেরকেই পথভ্রষ্ট করছে। অথচ তাদের বোধশক্তি নেই।

يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭০. হে আহলে কিতাব! আল্লাহর আয়াতসমূহের সাথে কেন কুফরী করছো? অথচ তোমরা নিজেরাই সাক্ষী।

يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٧١﴾ ع

৭১. হে আহলে কিতাব! তোমরা কেন সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রণ করছো এবং জেনেবুঝে সত্যকে গোপন করছো?

ع ৭/১৫

টীকা:

১ এই আয়াত দ্বারা তিনটি মাসয়ালা জানা গেলো (১) নবীর নৈকট্য তার আনুগত্যের মাধ্যমে অর্জন হয়, কেবল ঈমানবিহীন সন্তান হওয়ার মাধ্যমে নয়, (২) মুসলমানরাই সত্যিকারের ইবরাহীমী, এ জন্যই ইবরাহীমী সুন্নাতগুলো ইসলামে বিদ্যমান রয়েছে, যেমন- হজ, কুরবানী, খতনা, দাড়ি ইত্যাদি এবং (৩) বুযুর্গদের সাথে সম্পর্ক রাখা আল্লাহর অনেক বড় নেয়ামত, যেমন- এই আয়াতে হক হওয়ার আলামত হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর সাথে সঠিক সম্পর্ক রাখাকে বলা হয়েছে।

২ মনে রাখবেন, কাফেরদের দল মুসলমানদেরকে নিজের দ্বীনে প্রবেশ করানোর চেষ্টা করতে থাকবে। সুতরাং প্রায়শই কাফের ও মুরতাদ করার মিশন চলমান থাকে। বর্তমানে সিনেমা, নাটক, কৌতুক অনুষ্ঠান, বিশেষ করে গান ইত্যাদির ধ্বংযজ্ঞ চলমান। আল্লাহ আমাদের ঈমান হিফাযত করুক।

وَقَالَتْ طَّآىِٕفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْٓا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٧٢﴾

৭২. আর আহলে কিতাবের একটি দল বললো, ঈমানদারদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে সকালে তার প্রতি ঈমান আনো, আর সন্ধ্যায় তা অস্বীকার করো। হয়তো (এভাবেই মুসলমানরা ইসলাম হতে) মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে।

وَلَا تُؤْمِنُوْٓا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ ؕ قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ ۙ اَنْ يُّؤْتٰٓى اَحَدٌ مِّثْلَ مَآ اُوْتِيْتُمْ اَوْ يُحَآجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ؕ قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ ۚ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٧٣﴾ ۙ

৭৩. আর (তারা পরস্পর আরও বলতে লাগলো) কেবল তাকেই বিশ্বাস করো যে তোমাদের দ্বীনের অনুসারী।[১] হে হাবীব! তুমি বলো, কেবল আল্লাহর হেদায়েতই হলো প্রকৃত হেদায়েত। (আর এই ষড়যন্ত্রকারীরা পরস্পর আরও বললো, এ কথাও বিশ্বাস করো না) যে, যেমন তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে তা অন্য কাউকে দেওয়া হবে কিংবা তোমাদের রবের নিকট অন্য কেউ তোমাদের উপর প্রাধান্য পাবে। হে হাবীব! তুমি বলে দাও, নিশ্চয়ই অনুগ্রহ আল্লাহর হাতেই।[২] তিনি যাকে ইচ্ছে দান করেন।[৩] আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٧٤﴾

৭৪. তিনি যাকে ইচ্ছে তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা একান্ত করে নেন।[৪] আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

টীকা:

১ এই কথা মনে রাখা উচিৎ কাফেররা সব সময় ষড়যন্ত্র করতে থাকবে। আজও এমন ষড়যন্ত্র দেখা যায় যে, মিথ্যা সিনেমা, প্রতিবেদন আর ছবির মাধ্যমে মানুষের মনে ইসলামের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করা হয়। বর্তমানে কাফেররা মিডিয়াকে এই কাজের জন্য ব্যবহার করছে।

২ আরবী শব্দ يَدٌ 'র শাব্দিক অনুবাদ হলো হাত, এখানে এর দ্বারা শক্তি এবং ক্ষমতাকে বোঝানো হয়েছে।

৩ এতে বোঝা গেলো নবুওয়াত আমলের মাধ্যমে পাওয়া যায় না। এটা আল্লাহ পাকের দয়া মাত্র।

৪ আল্লাহ পাক নবুওয়াত ও রিসালাত যাকে ইচ্ছা দান করেন। আর যে নবুওয়াত পায় সে আল্লাহর দয়ার মাধ্যমে পায়। এতে ব্যক্তিগত পরিশ্রমের কোনো বিষয় থাকে না। বর্তমানে আল্লাহ নবুওয়াতের দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন, সুতরাং অন্য কেউ নবুওয়াত পাবে না।

وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ
بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ
اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ اِلَّا
مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ
قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْاُمِّيّٖنَ
سَبِيْلٌ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ
وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝٧٥

৭৫. আর আহলে কিতাবের মধ্যে এমনও ব্যক্তি আছে, তোমরা যদি তার কাছে অঢেল সম্পদ আমানত রাখো, তবে সে তা তোমাদেরকে পুরোপুরি ফেরত দেবে। আর তাদের মধ্যে এমনও ব্যক্তি আছে, যদি তোমরা তার কাছে এক দিনারও আমানত রাখো তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তার মাথার উপর দাড়িয়ে না থাকবে, সে তা ফেরত দেবে না। তাদের এই খেয়ানত এই জন্য যে, তারা বলে, নিরক্ষর লোকদের ব্যাপারে আমাদেরকে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। আর তারা আল্লাহর ব্যাপারে জেনেবুঝে মিথ্যা অপবাদ দেয়।[১]

بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ
يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝٧٦

৭৬. কেন নয়? যে ব্যক্তি নিজ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে এবং খোদাভীরুতা অর্জন করে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ খোদাভীরুদের ভালোবাসেন।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ

৭৭. নিশ্চয়ই ওই সব লোক যারা আল্লাহর অঙ্গীকার এবং নিজেদের শপথের পরিবর্তে

টীকা:

১ এতে বোঝা গেলো ধোঁকা ও জুলুমের মাধ্যমে কারো সম্পদ আত্মসাৎ করা হারাম যদিও সে অন্য ধর্মাবলম্বী হোক না কেন। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হিজরতের রাতে হযরত আলী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ কে ওই সব লোকের আমানত আদায়ের দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন যারা হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিলো। আফসোস! আমাদের মুসলমান ভাইয়েরা একটু চিন্তা করে দেখুক তারা কি হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র সুন্নাতের অনুসারী নাকি অন্যদের ? বর্তমান যুগে সাধারণত মুসলমানদের কোনো সুখ্যাতি নেই।

اَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۪ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٧﴾

স্বল্প মূল্য গ্রহণ করে,[১] ওই সমস্ত লোকদের জন্য আখিরাতে কোনো অংশ নেই। আর আল্লাহ কিয়ামতের দিন না তাদের সাথে কথা বলবেন, না তাদের প্রতি দৃষ্টি দেবেন আর না তাদেরকে পবিত্র করবেন। আর তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি ।

وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٨﴾

৭৮. আর নিশ্চয়ই এই আহলে কিতাবের মধ্যে কিছু লোক এমনও রয়েছে, যারা জিহ্বা বিকৃত করে কিতাব পাঠ করে, যাতে তোমরা মনে করো যে, এটিও কিতাবেরই অংশ। অথচ তা কিতাবের অংশ নয় আর এরা বলে যে, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে অথচ তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়। আর এরা জেনে বুঝে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে।[২]

টীকা:

১ ইহুদিদের কাছ থেকে আল্লাহ পাক প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, তারা শেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র প্রতি ঈমান আনবে কিন্তু তাদের আলেম সম্প্রদায় আর নেতারা নিজের স্বার্থের জন্য তাওরাত থেকে হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র ফযিলতের আয়াতসমূহ বদলে ফেলতো, মানুষের কাছ থেকে গোপন রাখতো আর তাদের বদলে ফেলার বিষয়ে মিথ্যা শপথ করে বলতো- এটা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে। দুনিয়াবী সম্পদের লোভে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি থেকে বিমুখ হওয়া আর শপথ ভঙ্গ করার ব্যাপারে এ আয়াতে কঠোর শাস্তির বর্ণনা করা হয়েছে।

২ বর্তমানে এমন লোক দেখা যায়, যারা তাওহীদের আয়াত পাঠ করে নবীগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام আর আওলিয়ায়ে কেরাম رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِم 'র শান অস্বীকার করে। তারা এমন মন্তব্য করে যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام 'র শান অস্বীকার করা কুরআনে রয়েছে অথচ এটা স্পষ্ট মিথ্যা কথা। অনুরূপ অনেককে সুদ, পর্দা, ইসলামী শাস্তি এবং অন্যান্য বিষয়ে কথা বলতে শোনা যায়। তারাও কুরআন পাঠ করে আর মাঝখানে শরীয়তের বিধানকে পরিবর্তন করে নিজের মত এতে অন্তর্ভুক্ত করে। শ্রোতারা ধারণা করে - হয়তো এটাও কুরআনে আছে অথচ এটা স্পষ্ট ধোঁকা আর প্রতারণা মাত্র।

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ
وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ
كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ
كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ
الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ﴿٧٩﴾

৭৯. কোনো মানুষের এই অধিকার নেই যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, হিকমত ও নবুওয়াত দান করবেন। অতঃপর সে মানুষকে বলবে যে, তোমরা আল্লাহকে পরিত্যাগ করে আমার ইবাদতকারী হয়ে যাও। বরং সে বলবে, তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও।[১] কেননা তোমরা কিতাব শিক্ষাদান করো আর এজন্য যে, তোমরা নিজেরাও তা অধ্যয়ন করো।

وَلَا يَاْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ
وَالنَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا ؕ اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ
بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿٨٠﴾ ع

৮০. আর তোমাদেরকে এ হুকুম দেবে না যে, ফেরেশতা ও নবীগণকে রব হিসেবে গ্রহণ করো। তারা কি তোমাদেরকে মুসলমান হওয়ার পর কুফরীর নির্দেশ দেবে?

ع ١٢

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ
اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ
جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ
لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ؕ قَالَ
ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ
اِصْرِيْ ؕ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا ؕ قَالَ

৮১. আর (স্মরণ করো!) যখন আল্লাহ নবীগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, আমি তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত দান করবো, অতঃপর তোমাদের কাছে ওই সম্মানিত রাসূল আগমন করবে, যে তোমাদের কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী হবে। সুতরাং তোমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে এবং অবশ্যই তাকে সাহায্য করবে। (আল্লাহ) বললেন, (হে নবীগণ) তোমরা কি (এই নির্দেশকে) স্বীকার করে নিয়েছো এবং এই (স্বীকারোক্তি) অনুযায়ী আমার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছো? সবাই

টীকা:

১ رَبّانى শব্দের অর্থ হলো অধিক দ্বীনদার, আমলদার আলেম আর ফকীহ। এতে বোঝা গেলো ইলম আর শিক্ষার এই ফল হওয়া উচিৎ , মানুষ যেন আল্লাহওয়ালা হয়। যে ইলম দ্বারা উপকৃত হয় না তার ইলম বিনষ্ট আর অকেজো।

فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٨١﴾

বললো, আমরা স্বীকার করলাম। (আল্লাহ) বললেন, তাহলে (এবার) একে অপরের জন্য সাক্ষী হয়ে যাও। আর আমি নিজেও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম।[১]

فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮২. অতঃপর যারা এই স্বীকারোক্তির পর বিমুখ হবে, সেসব লোকেরাই হবে অবাধ্য।

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩. মানুষ কি আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন কামনা করে? অথচ আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু রয়েছে, তা সন্তুষ্টচিত্তে অথবা বাধ্য হয়ে তাঁরই দরবারে অবনত হয়ে আছে এবং তাঁরই দিকে সবাই প্রত্যাবর্তিত হবে।

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ

৮৪. আর তোমরা এভাবে বলো, আমরা আল্লাহর প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আর যা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাদের সন্তানদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তার প্রতি ঈমান আনলাম। আর মূসা, ঈসা এবং অন্যান্য নবীগণকে তাদের রবের পক্ষ থেকে যা দেওয়া হয়েছে (তার প্রতিও ঈমান আনলাম)[২] এবং আমরা ঈমান আনার ক্ষেত্রে তাদের কারও মধ্যে পার্থক্য

টীকা:

১ এই আয়াতে হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র মহান মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। আলেমগণ এই আয়াতের তাফসীরে সম্পূর্ণ কিতাব লিখেছেন আর এর দ্বারা নূর নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র শ্রেষ্ঠত্বের অসংখ্য দিক বের করেছেন। এ সম্পর্কে জানতে তাফসীরে সিরাতুল জিনান, ১ম খণ্ড, ৫০৭ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন।

২ স্মরণ রাখবেন আমাদেরকে সকল নবী আর কিতাব মানার আদেশ দেওয়া হয়েছে কিন্তু আমাদের আমল করতে হবে কুরআনের উপর। আমাদের যাবতীয় কাজে আমরা হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র আনুগত্য ও অনুসরণ করবো।

لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿٨٣﴾

করি না। আর আমরা তাঁরই দরবারে অবনত হয়ে আছি।

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫. আর যে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দ্বীন কামনা করবে, তবে তার কাছ থেকে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[১]

كَيْفَ يَهْدِي اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْٓا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۭ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٦﴾

৮৬. কীভাবে আল্লাহ এমন সম্প্রদায়কে হেদায়েত দান করবেন,[২] যারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে আর এ কথার সাক্ষ্য দিয়েছে যে, (এ) রাসূল সত্য এবং তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনও এসেছিলো। আর আল্লাহ জালেমদের হেদায়েত দান করেন না।

اُولٰۗىِٕكَ جَزَاۗؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلٰۗىِٕكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿٨٧﴾

৮৭. এরাই ওই সব লোক, যাদের প্রতিদান হলো- তাদের উপর রয়েছে আল্লাহর, ফেরেশতাদের এবং সকল মানুষের অভিসম্পাত।

টীকা:

১ আল্লাহ পাক স্পষ্টভাবে কুরআনে বহু জায়গায় বলেছেন যে, আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন হলো একমাত্র ইসলাম। আর ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দ্বীন আল্লাহর দরবারে বর্তমানে গ্রহণযোগ্য নয়। ইসলাম ব্যতীত অন্য দ্বীনের নৈতিক বিষয়ে যতই আমল করুক না কেন যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ পরিপূর্ণভাবে ইসলামের আকিদাকে গ্রহণ করবে না তার কোনো আমল আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়। বর্তমানে ইসলাম বলতে সেই দ্বীনকে বোঝায় যা প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিয়ে এসেছেন।

২ এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক এমন জাতিকে কিভাবে ঈমানের তাওফীক দান করতে পারেন যারা ইচ্ছাকৃত অস্বীকার করেছে অর্থাৎ এমন লোকেরা হেদায়েতপ্রাপ্ত হয় না। এতে বোঝা গেলো ইচ্ছাকৃত সত্যকে অস্বীকার করাতে অনেক ক্ষতি রয়েছে এবং বোঝা গেলো হিংসা খুবই নিকৃষ্টতম রোগ, এর কারণে মানুষ জেনে বুঝে সত্য অস্বীকার করে আর এই হিংসা কখনো কখনো কুফরী পর্যন্ত নিয়ে যায়।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ۙ﴿٨٨﴾

৮৮. তারা চিরকাল তাতে থাকবে। তাদের শাস্তি না হালকা করা হবে আর না তাদের অবকাশ দেওয়া হবে।

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۫ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٨٩﴾

৮৯. কিন্তু ওই সব লোক ব্যতীত, যারা কুফরী করার পর তাওবা করেছে আর নিজেদের সংশোধন করেছে।[১] তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الضَّآلُّوْنَ ﴿٩٠﴾

৯০. নিশ্চয়ই ওই সব লোক যারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে এবং কুফরীতে আরও অগ্রসর হয়েছে, তবে তাদের তাওবা কখনও কবুল করা হবে না।[২] আর তারাই পথভ্রষ্ট ।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَّلَوِ افْتَدٰى بِهٖ ۭ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَّمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٩١﴾

৯১. নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের মধ্য থেকে কেউ যদি নিজেকে শাস্তি থেকে মুক্তির বিনিময় স্বরূপ সমগ্র পৃথিবীসম স্বর্ণও দেয়, তবুও তা গ্রহণ করা হবে না। তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি আর তাদের কোনো সাহায্যকারীও থাকবে না।

ع ٩ ١٧

টীকা:

১ স্মরণ রাখবেন, প্রতিটি গুনাহের তাওবা কবুল হবে এমনকি মুরতাদ হওয়ার গুনাহের তাওবাও আল্লাহর দরবারে কবুল হবে।

২ আয়াতে বলা হয়েছে যে কুফরী করবে আর তাতে অগ্রগামী হতে থাকবে তার তাওবা কখনো কবুল হবে না। এর অর্থ হলো ওই ব্যক্তির ক্ষমা নেই কেননা সে তাওবাই করেনি অথবা আর তার তাওবা কবুল হবে না কেননা তার তাওবা মন থেকে ছিলো না বরং মুনাফেকীস্বরূপ ছিলো। অন্তর কুফরীতে ভরা এবং মুখে তাওবা করা - এমন তাওবা কখনো কবুল হয় না। তবে যে তাওবা মন থেকে করা হয় তা অবশ্যই কবুল করা হয়।